www.AmarIslam.com

শ্বেতাঞ্জলি

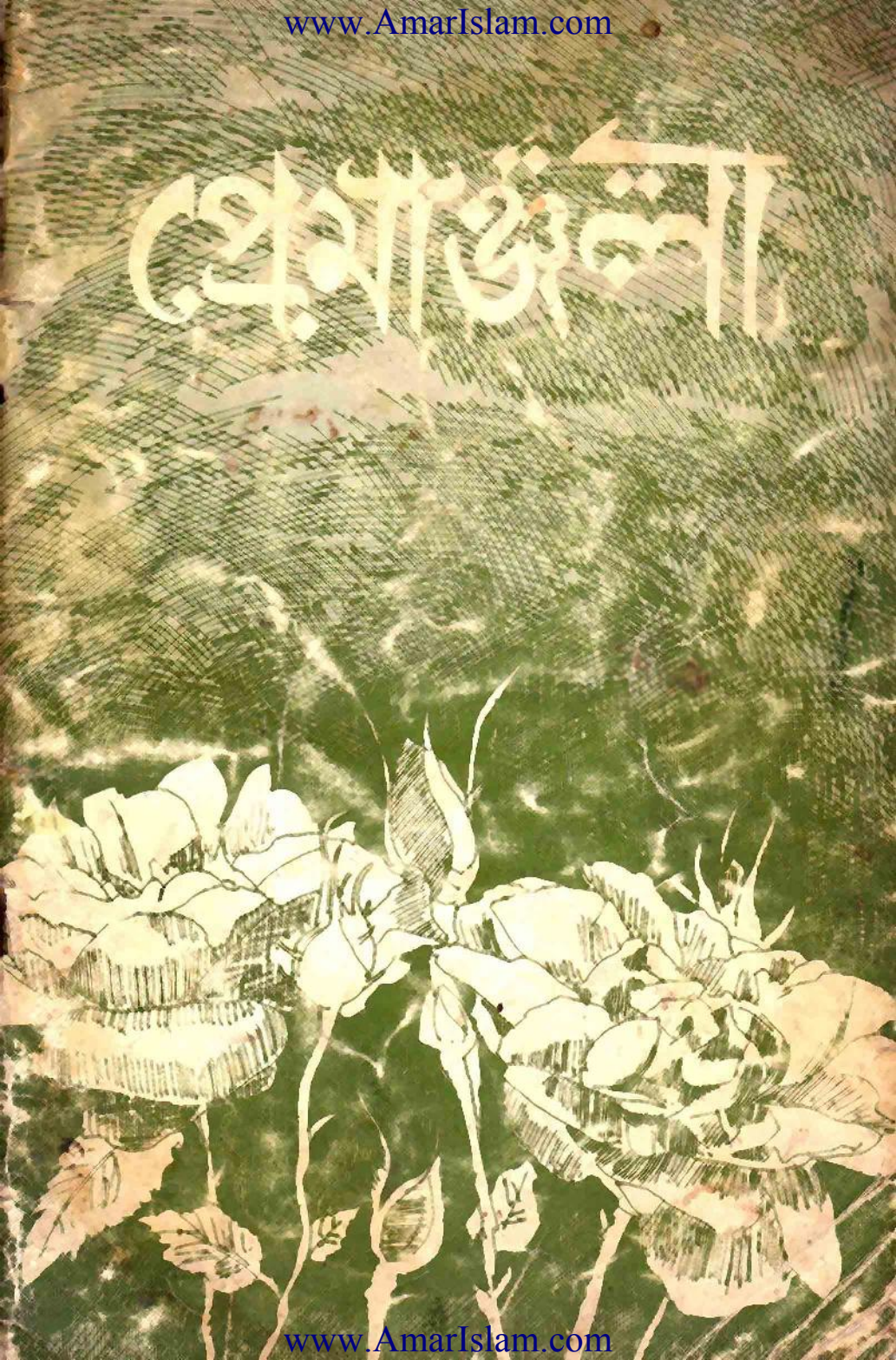

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রচনায়ঃ
রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিকত, ইমামে আহলে সুন্নাত, খলিফাতুর রাছুল, শায়খুল ইসলাম আল্লামা আলহাজ্ব শাহসুফী খন্দকার গোলাম মওলা নকশেবন্দী, মুজাদ্দেদী, আল কাদেরী, আল চিশতি, সুন্নী, হানাফী।

সম্পাদনায়ঃ
পীরজাদা শাহসুফী আলহাজ্ব খাজা আরিফুর রহমান আল্ তাহেরী।

উৎসর্গঃ
জ্ঞান তাপস শাহসুফী আল্লামা আলহাজ্ব ছৈয়দ আব্দুছ সালাম (রাঃ) ও আমার শ্রদ্ধেয় ওয়ালেদ ছাহেব কেবলা আলহাজ্ব হযরত মওলানা খন্দকার মোবারক আলী সাহেবের করকমলে উৎসর্গিত।

প্রচারেঃ
ইসলামপুর গাছতলা দরবার শরীফ, চাঁদপুর।

প্রাপ্তিস্থানঃ
হাফেজ মওলানা কে,এম, গোলাম রহমান।
প্যারাডাইজ বিজনেছ সিস্টেমস,
২নং বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা-১০০০

হাদিয়াঃ
পনর টাকা মাত্র

প্রকাশকঃ
হাফেজ মওলানা আবুল কালাম আজাদ
ইমাম ও খতিব
শাহ ফরিদ জামে মসজিদ
কোর্ট কম্পাউণ্ড, ফরিদপুর।

মুদ্রনেঃ
বীযু আর্ট প্রেস
১৪৩, আরামবাগ, ঢাকা।
ফোন ঃ ৪০৮৭৮৩

প্রকাশকালঃ
ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রেমাঞ্জলী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহিল ল্লাজি ইয়াছজুদু লাহু মান্‌ ফিছ ছামাওয়াতে ওমান ফিল আরদে ওয়াশ শামছা ওয়াল কামারা ওয়ান নুজুমা মুছাখেরাতু বেআমরিহি। লাহুল খাল্‌কা ওয়াল আমরে। তাবারাকাল্লাহু রাব্বিল আলামীন। ওয়াছ ছালাতু ওয়াছ ছালামু আলা মান কানা নাবিয়াও ওয়া আদামু বাইনাল মায়ে ওয়াত তীন ওয়া ইমামুল মুত্তাকীন ওয়া নাবীউল আম্বিয়ায়ে ওয়াল মুরছালীন ওয়া খাতামুন নাবীইনা মোহাম্মাদেও ওয়া আলা আলিহি ওয়া ছাহবেহি, ওয়া ইত্তেবা'হুমুছ ছাদেকীনা ইলা ইয়াওমিদ দ্বীন' –আম্মাবা'দ

'মান আরাফা নাফ্‌ছাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু'

যে ব্যক্তি নিজেকে চিন্‌তে পারে সে তার প্রতিপালককেও চিন্‌তে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজেকে চিন্‌তে পারে এবং বুঝতে সক্ষম হয় সে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর এবং তাহলে সে নিজ সত্ত্বাকে আল্লাহর জন্য কুরবানী করে দিবে। আল্লাহ পাক হযরত দাউদ (আঃ) এর প্রতি ওহী পাঠালেন। শুন! যে ব্যক্তি আমাকে চিন্‌তে পেরেছে সে আমাকে পেতে ইচ্ছা করবেই সে আমাকে অন্বেষণ করবেই। এবং আমাকে যে ব্যক্তি অন্বেষণ করবে, সে আমাকে অবশ্যই পাবে, আর যে আমাকে পাবে, সে আমার চেয়ে অধিক অন্য কাউকে ভাল বাসবে না।

মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্‌তাআলা মানবজাতির জ্ঞাতব্য সমূদয় উপকারী এল্‌ম্‌ রছূলুল্লাহ্‌ (দঃ)–কে শিক্ষা দান করিয়াছেন। যথাঃ–রছুলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন–

ওল্লেম্‌তো এল্‌মুল্‌ আউয়ালীনা ওয়াল্‌ আখেরীন–

অর্থাৎ, আদি যুগ হইতে শেষ জমানা পর্য্যন্ত সব মানুষের জ্ঞাতব্য সমুদয় উপকারী এল্‌ম্‌ আমি (মেরাজ রজনীতে) আল্লাহ্‌তাআলা কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছি– আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে শিক্ষা দান করিয়াছেন। (হাদীছ)

উক্ত হাদীছে ব্যক্ত যে, মে'রাজ রজনীতে আল্লাহ্‌তাআলা রছুলুল্লাহ্‌ (দঃ)–এর সহিত নব্বই (৯০) হাজার কালাম করিয়াছেন। তাহা হইতে (ত্রিশ) ৩০ হাজার কালাম অপর কাহারো নিকট ব্যক্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর ত্রিশ হাজার কালাম (এল্‌ম্‌–এ বাতেন) যোগ্যতম মানুষকে শিখাইতে বলিয়াছেন। অবশিষ্ট ত্রিশ হাজার কালাম (এল্‌ম্‌–এ–জাহের) সর্বসাধারণ মানুষকে জানাইবার জন্য বলিয়াছেন। যে ত্রিশ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাজার কালাম (এলম্–এ বাতেন) যোগ্যতম মানুষের শিক্ষণীয়, তাহাই হজরত আলী (রাঃ)–এর দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। ইহাকেই এল্‌ম্–এ ত্বরীকৎ বলে। যথাঃ–হযরত রছুল–এ করীম (দঃ) বলিয়াছেন–

"আনা মদীনাতুল্ এল্‌মে ও আলীও বাবোহা"

অর্থাৎ, আমি এল্‌মের (জ্ঞানের) শহর এবং হযরত আলী (রাঃ) সেই শহরের দরজা।(হাদীছ)

এই হাদীছ শরীফের দ্বারা বুঝা যায় যে, হজরত রাছুলুল্লাহ্ (দঃ) এর এল্‌ম্ কেবল হজরত আলী (রাঃ)–এর দ্বারাই প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে একটি সমস্যার উদ্ভব হয়। কারণ, রছুল–এ করীম (দঃ) এর এল্‌ম্ আছহাব কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। যথাঃ–অন্য হাদীছ শরীফে রছুলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন–

"আছ্‌হাবী কান্নাজুমে আইয়্যেহিম এক্‌তেদাইতুম, এহতেদাইতুম–"

অর্থাৎ, "আমার আছ্‌হাবগণ নক্ষত্রসমূহ তূল্য, তোমরা তাঁহাদের যে কোন একজনের অনুসরণ করিবে, হেদায়েত প্রাপ্ত হইবে" (হাদীছ)

সুতরাং, রছুলুল্লাহ্ (দঃ) –এর এল্‌ম্ কেবল হজরত আলী (রাঃ)–এর দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে বলিলে, শেষোক্ত হাদীছ শরীফের সহিত তা'রোজ (অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দীভাব) হয়। অতএব, হাদীছদ্বয়ের তদবিক (অর্থাৎ সামঞ্জস্যসাধন) এইরূপে করা যাইতে পারে যে, রছুলুল্লাহ্ (দঃ)–এর একটি খাছ্ এল্‌ম্ (এল্‌মে–বাতেন) হজরত আলী (রাঃ) এবং "এল্‌ম্–এ জাহের" ছাহাবাগণের প্রত্যেকেই প্রচার করিয়াছেন।

অতএব, রছুলুল্লাহ্ (দঃ) এর যে খাছ্ এল্‌ম্ হজরত আলী (রাঃ) কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে, তাহাই ত্বরীকাতের ইমামগণ পর পর শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া স্থান, কাল, পাত্র, উদ্দেশ্য ও অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন ত্বরীকা নাম দিয়া স্বীয় মুরীদগণকে শিক্ষা দান করিয়া আসিতেছেন। এই ত্বরীকাৎপন্থী ওলিউল্লাহ্‌গণ প্রধানতঃ "শহুদিয়া" ও "অজুদিয়া" এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

এল্‌ম্–এ–বাতেন হাম্ চুঁ মছ্‌কাআস্ত
এল্‌ম্–এ–জাহের হাম্ চুঁ শীর
মছ্‌কা কায়ে বেশীর গর্‌দদ্
কায় বুয়দ্ বেপীর পীর?
অর্থাৎ, বাতেনী এল্‌ম্ মাখন সদৃশ। জাহেরী এল্‌ম্ দুগ্ধতূল্য। দুধ ছাড়া কিরূপে মাখন হইতে পারে? আর পীরমোর্শেদ হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে কিরূপে পীর হইতে পারে?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ঃ শহুদিয়াগণের মূল শিক্ষা ঃ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" (আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেহ বা কিছু উপাস্য নাই। আল্লাহ্ই একমাত্র উপাস্য।) "লা মা'বুদা ইল্লাল্লাহ্" (আল্লাহ ভিন্ন আর কেহ মনিব বা প্রভু নাই। এক মাত্র আল্লাহ্তাআলাই মনিব বা প্রভু)। "লা মক্ছুদা ইল্লাল্লাহু" (আল্লাহ্ ভিন্ন আর কাহারও বা কিছুর উদ্দেশ্য নাই। একমাত্র আল্লাহ্তাআলারই উদ্দেশ্যে সব রকমের এবাদৎ করা হয়) । "লা মত্লুবা ইল্লাল্লাহু" (আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেহ বা কিছু কাম্য ও আকাঙ্খীত নাই। একমাত্র আল্লাহ্তাআলাই কাম্য ও আকাঙ্খীত) "লা মাহ্বুবা ইল্লাল্লাহ্" (আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেহ কা কিছু প্রিয় নাই। একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই সর্বাধিক প্রিয়।) ইহাকেই ওয়াহাদাত দরকছ্রৎ–বহুর মধ্যে একের লীলা বলা যায়।

অতএব, আল্লাহ্তাআলার সহিত শহুদিয়াগণের উপাসক ও উপাস্য, চাকর ও মুনিব, আকাঙ্খী ও আকাঙ্খীত, ভক্ত ও ভক্তির পাত্র এবং হাবিব ও মাহ্বুব্–এই সব রকমের সম্বন্ধ।

সুতরাং তাঁহারা উপাসনা, সাধনা, ভক্তি – শ্রদ্ধা ও মহব্বতের সাহায্যে ত্বরীকতের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া উচ্চপদে উন্নতি লাভ করিতে থাকেন। ই'হারা "বোরাক"–উপাসনা ও সাধনা এবং জিব্রায়ীল (আ)–"আক্লে কুদছির" সহায়তায় সপ্তম আছমান–আধ্যাত্মিক উন্নতির সপ্তম স্তর পর্য্যন্ত পৌছিতে পারেন। এই মোকামকেই "ছিদ্রাতুল্ মোন্তাহা" বলা হয়। অতঃপর জিব্রায়ীল (আঃ) ও "বোরাক" বিদায় গ্রহণ করেন–তাঁহাদের আর উপরে যাওয়ার ক্ষমতা নাই। এই পর্য্যন্তই "আক্লে কুদ্ছির" বা পবিত্র জ্ঞানের এবং তৎসম্বলিত বিধি ব্যবস্থার সীমা আর ন্যায়–অন্যায়, পাপ–পুন্য, ভাল–মন্দ, সুখ–দুঃখ ও স্বর্গ নরক ইত্যাদির অনুভূতি।

আরবী عـقـل (আক্ল) শব্দের প্রথম অক্ষর ع (আইন) এবং আরবী شرع (শরা) শব্দের শেষ অক্ষরও ع (আইন)। এতদ্বারা ইঙ্গিতে বুঝা যায় যে, "আক্ল–এ–কুদ্ছি" বা পবিত্র জ্ঞানের সাহায্যে জ্ঞাত শরা'র বিধান–ঈমান, উপাসনা ও সাধনা ইত্যাদির দ্বারা আল্লাহ্তাআলার দরবারে উন্নতির সপ্তম স্তর পর্য্যন্ত পৌছিতে পারেন। তদুর্ধ্বে আক্লের সাহায্যে উন্নতির লাভ করিতে পারেন না।

আর شرع (শরা) শব্দের শেষ অক্ষর ع (আইন) এবং عشق শব্দের প্রথম অক্ষর ع (আইন)। এতদ্বারা ও ইঙ্গিতে বুঝা যায় যে, যেখানে শহুদিয়াগণের উপাসনা, সাধনা ও ভক্তির দ্বারা উন্নতির সমাপ্তি, সেখান হইতেই অজুদিয়াগণের এশ্ক্–এর প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা। অর্থাৎ, "শরা" বা শরীয়তমত আমল ও ত্বরীকত শিক্ষার দ্বারা উন্নতির যেখানে শেষ সীমা বা "ছিদ্রাতুল্ মোন্তাহা" সেই মোকাম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হইতেই ত্বরীকতপন্থী অজুদিয়া ঈমামগণ বা অতিরিক্ত মহব্বতের দ্বারা ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া আল্লাহ্তাআলার নৈকট্যে পৌঁছিতে, আল্লাহ্তাআলার কালাম শুনিতে, আল্লাহ্তাআলার দর্শন লাভ করিতে ও তাঁহার সহিত বেছাল বা মিলন প্রাপ্ত হইতে পারেন। ইহা অজুদিয়া ওলীউল্লাহগণের মে'রাজী কায়ফিয়ৎ ও রূহানী মে'রাজের অনুভূতি এবং ওলীউল্লাহ্গণের চরমোন্নতি। এই মোকামে ওলীউল্লাহগণের কশ্ফ্ এল্কা, এল্হাম ও কারামত ইত্যাদি জাহের হয়। কিন্তু তাঁহাদের কাশ্ফ্ ইত্যাদি জন্নী। অর্থাৎ কোর্আন, হাদীছ, এজমা ও কেয়াছের দ্বারা অনুমোদিত হইলে, তাহা গ্রহণীয় নতুবা তাহা তা'বীল অর্থাৎ রূপক ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। পরন্ত আল্লাহ্তাআলা নিজ প্রিয়তম বান্দাহ্গণ হইতে যাঁহাদিগকে বাছিয়া নিয়া নবী-রাছুল করেন তাঁহাদেরও কশ্ফ, এল্কা, এল্হাম, ওয়াহী ও মো'জেজা ইত্যাদি জাহের হয় আর তাহা একীনী অর্থাৎ মো'মেন মাত্রেই তাহা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা ফর্জ্ এবং ওলীউল্লাহ্গণের চেয়ে অধিক উন্নত ধরণের মে'রাজী কায়ফিয়ৎ হাছেল হয়। আর শেষ নবী, নবুয়ত ও রেছালাতের পূর্ণতাদানকারী (খাতেমুন্নবীয়ীন), নবীগণের নবী, নবীগণের আগমন সমাপ্তকারী (খাতামান্নবীয়ীন), সাইয়দুল মোর্ছালিন, ছাহেবে খোলকে আজিম, রাহ্মাতুল্লিল্ আলামীন, মোহাম্মদুর রাছুলুল্লাহ্ (দঃ) -এর স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় "রুহুল কোদ্ছের" সহিত যে মেরাজ শরীফ হইয়াছিল তদ্সম্বন্ধে ছহী মশ্হুর হাদীছ ও কোর্আন-এ-মজিদেবর্ণিতহইয়াছে।

মোহাম্মদুর রাছুলুল্লাহ্ (দঃ) মে'রাজ রজনীতে বোরাকে আরোহণ করিয়া জিব্রায়ীল (আঃ) এর সাহচর্য্যে মক্কা শরীফের মসজিদে হা'রাম হইতে বাইতুল মোকাদ্দেছের মসজিদ-এ-আকছা পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে ৭ম আছমানে "ছিদ্রাতুল্ মোন্তাহা" পর্য্যন্ত পৌঁছিলে, "বোরাক" থামিয়া গেল, জিব্রায়ীল (আঃ) ও রাছুলুল্লাহ্ (দঃ) হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন-

"আগর এক চরে মোয়ে বর্তর্ পরম
পরোগে তজল্লী বেছোজদ পরম।"

অনুবাদ ঃ [জিব্রায়ীল (আঃ) বলিলেন, ইয়া রছুলুল্লাহ্ (দঃ)!] আমি এই স্থান হইতে যদি কেশাগ্র পরিমাণও উর্ধ্বে উঠি তবে আল্লাহ্তাআলার নূরের তাজ্জাল্লী বা জ্যোতিতে আমার পাখা জ্বলিয়া যাইবে। অর্থাৎ আমার আর উর্ধ্বে যাওয়ার ক্ষমতা বা অধিকার নাই।

বোরাক ও জিব্রায়ীল (আঃ) বিদায় হওয়ার পর আল্লাহ্-তাআলার পক্ষ হইতে "রফ্রফ্" বা "এশ্কের বাহন" আসিলে রাছুলুল্লাহ্ (দঃ) "এশ্কের বাহনে" আরোহন করিলেন। আল্লাহ্তাআলার "এশ্কের জজ্বার" আকর্ষণে "রফরফ্" আর্শের নিকট

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পৌছিলে, রাছুলুল্লাহ্ (দঃ) আর্শের উপর উঠিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলার অতি নিকটতবর্তী হইলেন এবং আল্লাহতাআলার দর্শন লাভ করিলেন। আল্লাহ্তাআলার তাঁহার সহিত কালাম করিলেন। যথাঃ–কোর্আন–এ–মজিদের ছুরা এ–ওয়াননাজমে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন–

"ছুম্মা দানা ফাতাদাল্লা–"

অনুবাদঃ অতঃপর [রাছুলুল্লাহ্ (দঃ) আল্লাহ্তাআলার] নিকটবর্তী হইলেন। তখণ আল্লাহ্তাআলার ছিফাতে জামাল, ছিফাতে জালাল সব তাঁহার নিকট ব্যক্ত হইল। (কোর্আন) তিনি আল্লাহ্তাআলার নূর সম্পূর্ণরূপে দেখিলেন। যথাঃ–আল্লাহ্তাআলা বলিয়াছেন–

"মা জাগালবাছারো ও মা তগা–"

অর্থ ঃ [রাছুলুল্লাহ্ (দঃ) আল্লাহ্তাআলাকে] পলকহীন নেত্রে দেখিলেন। তাঁহার চক্ষু ঝলসিয়া গেল না–বা তাঁহার চোখে ধাঁধাঁ লাগিল না। (কোর্আন)

আল্লাহ্তাআলা আরও বলিয়াছেন–

"ফা কানা কা'বা কা'ওছাইনে আও আদনা–"

অর্থ ঃ (তিনি আল্লাহ্তাআলার এত নিকটবর্তী হইলেন যে) ধনুকের দুই দিকের অগ্রভাগ যেমন সূতার দ্বারা বাঁধা থাকে –দুই অগ্রভাগের মধ্যে বেশী দূরত্ব থাকে না (দুই অগ্রভাগ দেখিতে দুই হইলেও কার্য্যতঃ এক), রাছুলুল্লাহ্ (দঃ) ও তদ্রূপ আল্লাহ্র নিকট পৌছিলেন। বরং ধনুকের দুই অগ্রভাগের মধ্যে যতটুকু দূরত্ব থাকে; তখন আল্লাহ্ ও রাছুল (দঃ) –এর মধ্যে তদপেক্ষাও কম দূরত্ব ছিল। (কোর্আন)

"ফাআওহা ইলা আব্দেহী মা আওহা"

অর্থ ঃ অতঃপর আল্লাহ্তালা নিজ বান্দাহ মোহাম্মাদুর্ রাছুলুল্লাহ্ (দঃ)–এর প্রতি যাহা ওয়াহী যোগে বলা (দরকার) ছিল, তাহা বলিলেন। (কোরআন)

হাদীছ শরীফে ব্যক্ত হইয়াছে যে, আল্লাহতাআলা রাছুলুল্লাহ্ (দঃ)–এর সহিত ৯০ (নব্বই) হাজার কালাম করিলেন। তাহা হইতে ৩০ (ত্রিশ) হাজার কালাম শুধু আল্লাহ ও রাছুল (দঃ)–ই জানেন ও বুঝেন। অপর কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিলেন। আর ৩০ (ত্রিশ) হাজার কালাম বাতেনী শরীয়ত–ত্বরীকৎ, হাকীকৎ ও মারেফত সম্বন্ধে বলিলেন এবং তাহা মানুষগণের মধ্যে যাহারা তৎসমূদয় আমল করার যোগ্য পাত্র, তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে বলিলেন। অবশিষ্ঠ ৩০ (ত্রিশ) হাজার কালাম জাহেরী শরীয়ত সম্বন্ধে রছুলুল্লাহ্ (দঃ)–কে বলিলেন যাহা সর্বসাধারণ মানুষের জ্ঞাতব্য । অতঃপর রাছুলুল্লাহ (দঃ) বেহেস্ত, দোঝখ, ইল্লিয়ীন ও ছিজ্জিন প্রভৃতি পরিদর্শণ করিয়া এত দ্রুত এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে নিজ হুঝরা শরীফে ফিরিয়া আসিলেন যে,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনি মে'রাজ রজনীতে নিজ হুজরা শরীফ হইতে বাহির হইবার সময় দরজার যে কপাট টানিয়া বাঁধিয়া গিয়াছিলেন, ইহার শিকল তখনও একটু একটু নড়িতেছিল এবং তিনি যেই বিছানা হইতে উঠিয়া গিয়াছিলেন, সেই বিছানায় তাঁহার শরীর মোবারকের গরম একটু একটু ছিল। ছোবহানাল্লাহ্! আল্লাহ্তাআলা নিজ অসীম কুদরতে যাহা করিতে চাহেন, তাহাই করেন।

রছুলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মে'রাজ শরীফ সবচেয়ে বড় মো'জেজা ও আল্লাহ্তাআলার অসীম কুদরতের নিদর্শন। এই উন্নততম্ মে'রাজ ও বেছাল অবস্থায় আল্লাহ্তাআলা তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমির খসরু (রাঃ) নিম্নলিখিত শেরে বর্ণনা করিয়াছেন-

"মন্ তু শুধম তু মন্ শুধি মন্ যাঁ শুধম তু তন্ শুধি তা কছ্ নগোয়েদ বাদ আঁজী মন্ দীগরম্ তুদীগরি"

অর্থ ঃ আমি তুমি হইলাম, তুমি আমি হইলে, অতঃপর কেউ যেন না বলে যে, তুমি আমা হইতে ভিন্ন। (আমির খসরু) অর্থাৎ আমার যে আটানব্বই আছমা-এ-ছেফাত বা গুণবাচক নাম আছে, যাহা কোর্আন-এ-মজিদে ব্যক্ত হইয়াছে, তৎসমূদয় তোমার মধ্যে পূর্ণ বিকাশ করিলাম। তুমি আমা হইতে পৃথক নও, আমিও তোমা হইতে পৃথক নহি।

মহীউদ্দিন ইব্নুল আরবী (রা) লিখিয়াছেন-

"মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্ নহেন আর আল্লাহ্ হইতে পৃথকও নহে।"

জনৈক আশেক কবি লিখিয়াছেন-

"আহ্মদ কো খোদা মদ্ কহো আহ্মদ খোদা নেহী!
লেকীন খোদা কে নূরছে আহমদ জুদা নেহী!!

অর্থাৎ, আহাম্মদ (দঃ)-কে খোদা বলিওনা, তিনি খোদা নহেন। কিন্তু খোদার নূর হইতে পৃথক নহেন।

বাস্তবিক রৌদ্র বা সূর্য্যের কিরণ সূর্য্য নহে কিন্তু সূর্য্য হইতে পৃথকও নহে।

সূর্য্য ও সূর্য্যের কিরণ, ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউজ ও ইলেক্ট্রিক লাইট, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, টেলিভেশন ইত্যাদির দৃষ্টান্তের দ্বারা আল্লাহ্তাআলার সহিত নবী-রছুল (আ), ওলী মোর্শেদ (রাঃ) ও মো'মেনগণের কিরূপ সম্বন্ধে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। (প্রত্যেকেরই মধ্যে নূর বিদ্যমান, কিন্তু প্রকৃতি ও অবস্থান আলাদা)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ঃ অজুদিয়াগণের মূল শিক্ষা ঃ

লা মৌজুদা ইল্লাল্লাহ্ (আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেহ বা কিছুরই অস্তিত্ব নাই। "ইহাকেই কছ্রত্ দর্ ওয়াদৎ"–একের মধ্যে বহুর অবস্থান বলা হয়।

অজুদিয়াগণ প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতাআলাকেই দেখেন। যেমন– আমির খসরু (রা) বলিয়াছেন–

"ছামায়া হ্যায় যব্ছে তু নজ্রুমে মেরে
জিদাহর দেখতা হোঁ ওদহর তুহী–তু হ্যায়।"

জনৈক কবি বলিয়াছেন

"যে অবধি হৃদে প্রিয়ে করেছে আসন,
যেই দিকে ফিরাই আঁখি পাই দরশন।"

আর মাছ্নবী শরীফে উল্লেখিত হইয়াছে–

"জুম্লা মাশুকাস্ত আশেক পর্দায়ে,
জিন্দা মাশুকাস্ত আশেক মোর্দায়ে!"

অর্থাৎ, সবই প্রেমাস্পদ। প্রেমিক শুধু পর্দা মাত্র। প্রেমাস্পদই জীবিত–প্রেমিক মৃত। (মছনবী শরীফ)

এশক্ বা প্রেম দুইপ্রকার ঃ–'এশ্ক্–এ–হাকিকী' ও এশ্ক্–এ–মাজাজী'। "এশ্ক্–এ–মাজাজী' কোন কোন সময় কোন কোন অতি পরহেজগার সর্বোচ্চস্তরের মো'মেনের জন্য এশ্ক্–এ হাকিকীতে পৌছার সাহায্যকারী হয়। যথা ঃ–

মিশরের রমণীগণ হজরত ইউছুফ (আ) –এর রূপে ফানা বা আত্মাহারা হইয়া, ছুরির দ্বারা লেবু কাটিতে গিয়া নিজ নিজ হস্ত ক্ষত–বিক্ষত করিয়াছিলেন বলিয়া কোরআনে ব্যক্ত হইয়াছে। আর কথিত আছে যে, মজনু লায়নীর প্রেমে আত্মহারা হইয়া, লায়লীর অস্তিত্বে তন্ময় হইয়া !আমি লায়লী, আমি লাইলী" বলিয়াছিলেন। এইরূপ এশ্ক্–এ–মাজাজীর মধ্যস্থতায় এশ্ক্–এ–হাকিকীতে পৌছার ত্বরীকা বিপদসঙ্কুল। এশ্ক্–এ মাজাজীর দ্বারা প্রায় লোক সাংসারিক জ্ঞানহারা যা মজ্জুব্–এ মহজ হয়। সুতরাং, তাহারা মোর্শেদ হওয়ার অযোগ্য হয়।

এইরূপ আল্লাহ্তাআলার সৃষ্ট চন্দ্র–সূর্য, গ্রহ–নক্ষত্র ও কাল্পনিক মুর্ত্তিসমূহ এবং জড়পদার্থের মধ্যস্থতায় এশ্ক্–এ–হাকিকীতে পৌছার জন্য যাহারা চেষ্টা করে, তাহারা জ্ঞানহারা মজ্জুব্–এ–মহজ, পাগল, গোমরাহ্ অথবা মোশ্রেক হয়। ইহা আল্লাহ্তাআলার কোরআন–এ–মজিদে হজরত মুছা (আঃ) এর কিচ্ছায় ইশারায় জানাইয়াছেন। যথাঃ–

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ্তাআলা বলিয়াছেন যে, হযরত মুছা (আঃ) বলিয়াছিলেন–"ওহে প্রভু! আমাকে দেখা দাও। আমি তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করিব।" আল্লাহতাআলা বলিলেন, তুমি, আমার দিকে (সরাসরি) দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে দেখিতে পারিবে না। তবে তুমি পর্বতের দিকে দৃষ্টিপাত কর। (আমি পর্বতের উপর জ্যোতি বিকাশ করিলে যদি তাহা আমার জ্যোতি ধারণ করিয়া টিকিয়া থাকিতে সমর্থ হয়, তবে তুমি শীঘ্রই আমাকে দেখিবে।)

অতঃপর, যখন আল্লাহ্তায়ালা পাহাড়ের উপর জ্যোতি বিকাশ করিলেন, পাহাড় ধুলিস্মাৎ হইয়া গেল এবং মুছা (আঃ) মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। যখন সংজ্ঞা লাভ করিলেন, বলিলেন, ওহে প্রভু! আমি তোমার নিকট তওবা করিলাম, (অর্থাৎ হাকীকতে মোহাম্মদীয়া ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টির মধ্যস্থতায় তোমাকে দেখিবার প্রার্থনা আর করিব না। (কোর্আন)

কোর্আন শরীফে বর্ণিত এই কিচ্ছার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হাকীকতে মোহাম্মদীয়া বা ইন্ছান-এ-কামেল ব্যতীত – চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, কাল্পনিক মুর্ত্তিসমূহ এবং জড়জগত, উদ্ভিদজগত ও প্রাণীজগতের অন্য কোন কিছুতে মধ্যস্থতা করিয়া আল্লাহতাআলার দর্শন লাভ করিতে চাহিলে,দর্শক মুর্চ্ছিত অর্থাৎ সাংসারিক অথবা ধর্মবিষয়ে জ্ঞানহারা মজ্জুব্ এ-মহজ, পাগল, গোমরাহ, মোশরেক অথবা পথভ্রষ্ট হয়। যথাঃ-

আল্লাহ্তাআলা পাহাড়ের উপর জ্যোতি বিকাশ করিলে, পাহাড় ধুলিস্মাৎ হইয়া গিয়াছিল এবং মুছা (আঃ) মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন।

সুতরাং, নবী-রাছুল (আঃ)-গণ বর্জখ-এ-কোব্রা হাকীকৎ-এ-মোহাম্মদীয়া বা নূর-এ-মোহাম্মদী (দঃ) -কে 'বর্জখ' বা আয়না স্বরূপ করিয়া আল্লাহ্তাআলার দর্শন লাভ করিতে পারিবেন। আর উম্মৎগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ নবী-রাছুল (আঃ-কে 'বর্জখ' করিয়া আল্লাহতায়ালার দর্শন লাভ করিতে পারিবে এবং নবী-রাছুল (আঃ)-এর অবর্তমানে মোমেনগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ ওলী-মোর্শেদকে 'বর্জখ' করিয়া আল্লাহ্-তাআলার দর্শন লাভ করিতে পারিবে। ইহাকেই 'তাছাউরে শায়েখ' বা 'রব্তুল্ কল্বে বিশ শায়েখ' বলা হয়।

আল্লাহ্তাআলা নবী-রাছুল (আঃ) গণের জবান-এ-পাক দিয়া কালাম করিয়াছেন। যথাঃ-

সম্পূর্ণ কোর্আন-এ-মজিদ আল্লাহ্তাআলার কালাম, অথচ তাহা মোহাম্মদুর্

এই মছ্আলা হজরত মৌলানা শাহ্ ওলী উল্লাহ্ মোহাদ্দেছ্ দেহলবী (রা) স্বরচিত 'কাওলুল্ জমিল' নামক কিতাবে স্বপ্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (শায়েখের ব্যাপারে আনুগত্য অধ্যায় পড়ুন)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাছুলুল্লাহ্ (দঃ)–এর জবান–এ পাক দিয়াই বাহির হইয়াছে। কেহ যদি কোর্আন–এ–মজিদকে আল্লাহ্র কালাম না বলিয়া মোহাম্মদ (দঃ)–এর কালাম বলে, সে কাফের হইবে।

যথাঃ–মৌলানা রুমী (রাঃ) বলিয়াছেন–

"গর্ছে কোর্আঁ আজ্লবে পয়গম্বরাস্ত
হার্কে গোয়েদ হক্ নগোস্তা কাফেরাস্ত।"

অর্থাৎ, যদিও কোরআন শরীফ (এর সমুদয় ছুরা ও আয়াত) রাছুলুল্লাহ্)দঃ)–এর জবানে–এ–পাক দিয়া বাহির হইয়াছে। (কিন্তু তাহা আল্লাহ্তাআলারই কালাম)। কেহ যদি তাহা আল্লাহ্তাআলার কালাম নহে বলিয়া বলে, তবে সে কাফের হইবে। (মছনবী শরীফ)। আর কোর্আন–এ–মজিদে ব্যক্ত হইয়াছে–

"ওমা ইয়ানতেকো' আ'নিল হাওয়া–ইন্হুয়া ইল্লা ওয়াহ্ইউন্ ইউহা–"

অর্থাৎ, মোহাম্মদুর্ রাছুলুল্লাহ্ (দঃ) নিজ প্রবৃত্তি হইতে কথা বলেন না। বরং তিনি যাহা বলেন, তাহা আল্লাহ্তাআলার পক্ষ হইতে অবতীর্ণ ওয়াহী বটে। (কোর্আন)

আল্লাহ্তাআলা কোর্আন–এ–মজিদে আরও বলিয়াছেন–

"ইন্নাল্লাজিনা ইউবায়েনাকা ইন্নামা ইউবায়েনুল্লাহ্ ইয়াদুল্লাহে ফাওকা আইদিহিম"

অর্থাৎ, [ইয়া মোহাম্মদ (দঃ)] নিশ্চয় যাহারা তোমার হাত ধরিয়া বয়আত করেন, তাহারা আল্লাহ্তাআলারই হাতে বায়আত করে। তাহাদের হাতের উপর আল্লাহ্তাআলারই হাত বিন্যস্ত। (কুর্আন)

এতদ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহতাআলা রছুলুল্লাহ (দঃ)–এর হাতের ও উছিলায় বায়আত গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, কাফেরগণের সহিত জ্বেহাদ করার সময় রাছুলুল্লাহ (দঃ), এক মুষ্টি কংকর বহু কাফের সৈন্যের উপর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তদ্বারা সেই সব কাফের সৈন্যের প্রত্যেকের চক্ষুদ্বয়ে কংকর পতিত হইয়া যন্ত্রণায় অস্থির ও অন্ধের মত হইয়া গিয়াছিল। তখন মুছলমান মুজাহিদগণ আক্রমণ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে কাফেরদগিকে ধ্বংস ও পরাজিত করিয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে আল্লাহ্তাআলা বলিয়াছেন–

"ওমা রমাইতা ইজ্ রমাইতা ওয়ালা কিন্নাল্লাহা রমা–"

অর্থাৎ, [ইয়া মোহাম্মদ (দঃ)!] তুমি (জ্বেহাদের সময়) যেই কংকর নিক্ষেপ করিয়াছিলে, (বাস্তবিক পক্ষে)তাহা তুমি নিক্ষেপ কর নাই, বরং তাহা আল্লাহ্তাআলাই নিক্ষেপ করিয়াছেন। (কোরআন)

রাছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্তাআলা বলিয়াছেন–"আমার প্রিয় বান্দাহ্ নওয়াফেল এবাতদের দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করিয়া আমার মাহবুব হন। যখন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমার মাহবুব্ হন তখন আমি তাঁহার কান হই, যেই কানে তিনি শুণেন–তাঁহার চক্ষু হই, যেই চক্ষে তিনি দেখেন–তাঁহার মুখ বা জিহ্বা হই, যদ্বারা তিনি কথা বলেন–তাঁহার হাত হই, যেই হাতে তিনি কাজ করেন এবং তাঁহার পা আমার মর্জিমত চালিত হয়। (হাদীছ–এ–এ–কুদছি)

পূর্বোক্ত বর্ণনা ও এই হাদীছ শরীফের দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী–রাছুল (আঃ) ও নায়েব–এ রছুল –আলেম –ওলী–মোর্শেদ (রা)–গণ যখন কোর্বে নওয়াফেলের' মোকামে অবস্থান করেন, তখন নিজ নিজ পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে কাজ করেন বা কথা বলেন অথবা মনে মনে চিন্তা করেন, তাহা সমুদয়ই আল্লাহ্তাআলার কাজ –মো'জেজা বা কারামাত ও কশ্ফ কথা–ওয়াহী বা এল্হাম, প্রেরণা–এলকা বটে।

অর্থাৎ, আল্লাহর সমুদয় ছিফৎ বা গুনাবলী নবী–রাছুল (আঃ) ও নায়েব–এ–রাছুল–আলেম–ওলী–মোর্শেদ (রা) গণের মধ্যস্থতায় সম্পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং, তাহাদের সব কার্য্যকলাপ ভাল ও পাপমুক্ত। যথাঃ–

কোর্আন–এ–মজিদে বর্ণিত হইয়াছে–

হজরত খিজির (আ) একটি শিশু হত্যা হত্যা করিলেন, অপর ব্যক্তির নৌকা ছিদ্র করিলেন, ওজালেমগণের প্রাচীর মেরামত করিলেন। 'আক্লে কুদছির' অনুসরণকারী হজরত মুছা (আ) তাঁহার এইসব কাজ অন্যায় ও পাপ বলিয়া প্রত্যেকবারই প্রতিবাদ করিলেন। অতঃপর খিজির (আঃ) পরে তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ঐ তিনটি কাজ, যাহা তিনি করিয়াছেন, তাহা জাহেরী শরীয়ত বিরোধী বলিয়া বোধ হইলেও বাতেনীতে তাহা শরীয়তানুমোদিত এবং অতি ভাল ও ছওয়াবদায়ক। আল্লাহ্তাআলার মর্জিমতই তিনি ঐ তিনটি কাজ করিয়াছেন। অতঃপর মুছা (আঃ) তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং প্রতিবাদ করার দরুণ অনুতপ্ত হইলেন।

মৌলানা রুমী (রাঃ) বলিয়াছেন–

"আঁকে জাঁ বখ্শদ্ আগর বে কোশদ্ রওয়াছ্ত্ নায়ে বাছ্ত্ও দছতে উ দছ্তে খোদাছ্ত্"।

অর্থাৎ, যেই আল্লাহ্ প্রাণ দান করেন, তিনিই যদি হত্যা করেন, তাহা জায়েজ আছে। খিজির (আঃ) আল্লাহ্র প্রতিনিধি, তাঁহার হাত আল্লাহরই হাত। (মছনবী শরীফ) তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

"মিল্লতে এশ্ক্ আজ্হামা মিল্লৎ জুদাছ্ত্
আশেকাঁরা মিল্লৎ ও মজহাব খোদাছ্ত্"।

অর্থাৎ, প্রেমের ধর্ম সমস্ত ধর্ম হইতেই পৃথক। খোদাতাআলাই প্রেমিকগণের ধর্ম। (মছনবী শরীফ) মিল্লৎ, মজ্হাব, শরীয়ত, ত্বরীকত, হাকীকত, মারেফত ও ইছলাম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বা ধর্ম কেবলমাত্র মানুষের মঙ্গলের জন্যই আল্লাহতাআলা কর্তৃক নির্ধারিত হইয়াছে। যাহাতে মানুষের মঙ্গলময় বিধান আছে, তাহাই ধর্ম এবং উহা পালন করাই পূন্য। যাহা পুণ্য বলিয়া আল্লাহ্তাআলা কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে যে কোন প্রকার মঙ্গল আছে তাহা বিশ্বাস করিতেই হইবে। আর যদ্বারা মানুষের অমঙ্গল হয়, তাহাই অধর্ম ও পাপ। যাহা পাপ বলিয়া আল্লাহ্তাআলা কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে, নিশ্চয়ই তাহাতে মানুষের কোনরূপ অমঙ্গল আছে তাহাও বিশ্বাস করিতেই হইবে। যদি কেহ পাপে লিপ্ত হয়, তবে তাহার আজাব বা অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। মানুষকে এই অমঙ্গলজনক পাপ হইতে বাঁচাইবার জন্য, আল্লাহ্তাআলা আদম (আঃ)–এর যুগ হইতে নবী–রাছুল (আঃ), কিতাব–সমূহ ও নায়েব–এ–রাছুল–আলেম–ওলী–মোর্শেদ (রা) গণকে পাঠাইয়া লোকদিগকে সতর্ক করিয়া আসিতেছেন।

যদি কোন একজন লোক বাহ্যিকভাবে যাবতীয় পাপ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং সমূদয় পূন্য কাজ সমাপন করে, অথচ আল্লাহ্ ও রাছুলুল্লাহ্ (দঃ)–এর প্রতি তাহার সর্বাপেক্ষা অধিক মহব্বৎ না হয়, তবে সেই লোকটি আজাব হইতে মুক্তি পাইবেকিনা–ইহাইবিবেচ্য।

যেইসব লোক, নবী–রছুল (আঃ)গণকে মানুষের মঙ্গলকামী, সত্যবাদী আল্লাহ্র প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে এবং নবী–রাছুল (আঃ) ও নায়েব–এ–রাছুল–আলেমওওলীঃ মোর্শেদ (রা)–গণের মুখে আল্লাহতাআলার জাত ও ছেফাৎ সম্বন্ধে শুনিয়া তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, আল্লাহ্তাআলাই সারা জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা বলিয়া নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে আর সৃষ্টির সেরা মানুষকে আল্লাহ্তাআলা নিজ গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশস্থল করিয়া নিজ খলিফা বা প্রতিনিধি করিয়াছেন এবং তাহাদের মঙ্গলের জন্যই পৃথিবীস্থ সব কিছুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি মানুষের প্রতি তাহাদের মা–বাপ অপেক্ষাও বহু বেশী দয়ালু ইত্যাদি আল্লাহ্তাআলার বিশেষ গুণাবলী সম্বন্ধে শুনিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে এবং আন্তরিকতার সহিত আল্লাহ, রাছুল (দঃ) ও নায়েব–এ–রাছুল –আলেম–ওলী –মোর্শেদ (রাঃ)–গণের প্রতি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস, অগাধ ভক্তি ও মহব্বৎ পরায়ণ হয়,সেই সব লোকই মো'মেন–ঈমানদার মোছলমান আল্লাহ্, রাছুল (দঃ) ও আওলিয়ার প্রিয় লোক এবং তাহারাই আগ্রহের সহিত মানুষের মঙ্গলময় বিধান সম্বলিত দ্বীন–ই–ইসলামের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া তদ্বিধানসমূহ পালন করতঃ সুফল প্রাপ্ত ও উপকৃত হইবে। পক্ষান্তরে যাহারা অন্তরে আল্লাহ্, রাছুল (দঃ) ও নায়েব–এ–রাছুল–আলেম–ওলী–মোর্শেদ (রা) গণের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি–মহব্বৎ রাখে না, তাহারা কখনো আন্তরিকতার সহিত রাছুল (দঃ) ও নায়েব –এ–রাছুল আলেম–ওলী–মোর্শেদ (রা) গণ কর্তৃক প্রচারিত ইসলামের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মঙ্গলময় বিধানসমূহ পালন করে না। রীয়াকারী, মোনাফেকী ও অসৎ উদ্দেশ্যে মঙ্গলময় বিধানসমূহ পালন করিলেও, তাহা তাহাদের জন্য মঙ্গলময় না হইয়া মহা অনিষ্টকারী হইবে। অর্থাৎ, আল্লাহ্, রাছুল (দঃ) ও নায়েব-এ-রাছুল-আলেম-ওলী-মোর্শেদ (রাঃ)গণের প্রতি আন্তরিক ভক্তি, বিশ্বাস ও মহব্বৎ না রাখিয়া ইছলামের মঙ্গলময় বিধানসমূহ সম্পূর্ণরূপে পালন করার চেষ্টা করিলেও তাহা সম্ভব হইবে না। এবং ইহ-পরকালের আজাব বা শাস্তি হইতে বাঁচিতে পারিবে না। এই কারণে সংসারে মানুষের প্রিয় যে কেহ বা যাহা কিছু আছে তৎসমূদয় অপেক্ষা আল্লাহ্, রাছুল (দঃ) এবং আল্লাহ্র পথে জেহাদ বা ইছলাম ধর্ম পালনে ও প্রচারে প্রাণপণ সাধনা করা, যে মানুষের নিকট অধিক প্রিয় নহে সে ব্যক্তি আজাব হইতে মুক্তি পাইবে না বলিয়া কোর্আন-এ-মজিদে ব্যক্ত হইয়াছে। যথাঃ-

কুল্ইনকানা আবাওকুম্ ও আব্নাওকুম্ ও এখ্ওয়ানু-কুম্ ও আজ্ওয়াজুকুম্ ও আশিরাতুকুম্ ও আমওয়ালনিক তরফ্তমুহা ও তেজারাতুন্ তখ্শৌনা কাছাদাহ ও মাছাকেনো তারদাওনাহা আহাব্বা এলায়কুম্ মিনল্লাহে ও রাছুলেহী ও জেহাদীন্ ফী ছাবীলেহী ফাতারাব্বাচু হাত্তা এয়াতিয়াল্লাহো বেআম্রেহী-

অর্থ ঃ [ইয়া মোহাম্মদ (দঃ)! আপনি আপনার উম্মৎগণকে] বলুন! (হে উম্মৎগণ!) যদি তোমাদের পিতা, পুত্র, ভাই, স্ত্রী আত্মীয়গণ উপার্জিত ধনসমূহ ও ব্যাবসা বাণিজ্য, যাহা বন্ধ হইয়া যাওয়াকে তোমরা ভয় কর এবং তোমাদের পছন্দসই ঘরসমূহ, তোমাদের নিকট তোমাদের আল্লাহও তাঁহার রাছুল (দঃ) এর চেয়ে বেশী প্রিয় এবং আল্লার রাস্তায় চেষ্টা সাধনা করনা। আর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি শাস্তির কুহুম পাঠানোর সময় পর্য্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর। (কোর্আন)

উপরোক্ত আয়াত শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যদি কেহ আল্লাহ্ ও রাছুলুল্লাহ্ (দঃ) -এর বিধানানুযায়ী যাবতীয় পাপ কাজ হইতে বাঁচিয়া সমুদয় পূন্যকাজ বাহ্যিক লোক দেখানোভাবে অথবা মোনাফেকগণের মত সমাধা করে অথচ অন্তরে আল্লাহ্ ও রাছুলুল্লাহ্ (দঃ) -এর প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক মহব্বৎ নাই তাহা হইলে সে আজাব হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার ও কামেল ঈমানদার হওয়ার আশা করিতে পারে না। সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ ও রাছুলুল্লাহ্ (দ)-এর প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক মহব্বৎ হওয়াই ঈমান ও শ্রেষ্ঠ পুন্য কাজ। এবং এই মহব্বতের জন্যই আল্লাহ্ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। যথাঃ-জনৈক আল্লার ওলী বলিয়াছেন ঃ

"দর্দে দিল্কী ওয়াছ্তে পয়দা কিয়া ইন্ছান্কো
ওয়ার্না তাআৎ কে লিয়ে কুচ্ কম্ নথে কোর্রোভিআ"

অর্থাৎ, মহব্বৎ ও এশ্কের জন্যই আল্লাহতাআলা মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। নতুবা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এবাদৎ, রেয়াজৎ বা উপাসনা সাধনার জন্য ফেরেস্তাগণ কম ছিলেন না। যথাঃ- আল্লাহ্তাআলা বলিয়াছেন ঃ

"ও ইজ্কা'লা রাব্বুকা লিল্ মালায়েকাতে ইন্নি জ্বায়েলুন ফিল আরদে খলিফা- কা'লু আতাজ্ আলু ফিহা মাই এয়াফ্চেদো ফিহা ও এয়াছ্ ফেকোদ্দেমাআ-ও নাহ্নো নোছাব্বোহো বেহাম্দেকা ও নেকাদ্দেছো লাকা -কা'লা ইন্নি আ'লামো মালা তা'লামুন-"

অর্থ ঃ-যখন তোমার প্রতিপালক আল্লাহ্ ফেরেস্তাগণকে বলিলেন, আমি নিশ্চয় পৃথিবীতে খলিফা বা প্রতিনিধি [মনুষ্যজাতির আদি পিতা আদম (আঃ)-কে] বানাইব। তখন তাঁহারা বলিলেন, আপনি কি ঐসব লোক পৃথিবীতে পাঠাইবেন? যাহারা তন্মধ্যে ফাছাদ বা শান্তিভঙ্গ করিবে এবং রক্তপাত বা খুনাখুনি করিবে। আর আমরা আপনার প্রশংসায় তছবীহ্ পাঠ করি ও আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি। আল্লাহ্তাআলা বলিলেন- তোমরা যাহা জাননা, আমি তাহা বেশ ভাল জানি। (কোর্আন)

অর্থাৎ, তোমরা উপাসনা, সাধনা সবই কর কিন্তু মহব্বৎ এশ্ক বা প্রেম জাননা। এই মহব্বৎ-এশ্ক বা প্রেমের জন্যই আমি মানুষ সৃষ্টির অবতারণা করিয়াছি। যথাঃ- রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্তাআলা বলিয়াছেন ঃ

"কুন্তো কান্জান্ মাখফিয়ান ফা-আহ্বাব্তো আন্ও'রেফা ফা-খালাকতুল খাল্কা-"

অর্থাৎ, আমি গুপ্ত রত্ন ভাণ্ডার (স্বরূপ) ছিলাম। তৎপর আমি পরিচিত হওয়ার বাসনা করিলাম। অতএব (পরিচয়কারী হাকীকতে মোহাম্মদীয়া বা নূরে মোহাম্মদী) সৃষ্টি করিলাম। (হাদীছ-এ-কুদ্ছি)

আল্লাহ্তাআলা আর্শ্-কুর্ছি লৌহ্-কলম, চন্দ্র সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আছমান-জমিন এবং উভয়ের মধ্যস্থিত যাবতীয় পদার্থ, ফেরেস্তা, জ্বীন ও জীবজন্তু সবই সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু কাহারো মধ্যে মহব্বতের বিকাশ হইল না। কাহারো মধ্যে আল্লাহ্র সমুদয় আছ্মা-এ-হোছনা বা ছিফাৎসমূহ (গুণ ও শক্তিসমূহ) বিকাশ করা সম্ভব হইল না। কোন সৃষ্টি আল্লাহ্র সমুদয় গুণ ও শক্তির পূর্ণ বিকাশস্থল হওয়ার যোগ্য হইল না। এইজন্যই সর্বশেষে সর্বশ্রেষ্ঠ মখলুক্ (সৃষ্ট) মানুষ সৃষ্টি করিলেন। আল্লাহ্রতাআলার মহব্বতের সমুদয় ছিফাৎ বা গুণের পূর্ণ বিকাশস্থল খলিফা হইতে পারেন। আল্লাহ্তাআলা বলিয়াছেন ঃ

"লাকাদ কার্রাম্না বনি আদমা-"

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি আদম (আঃ) -এর বংশধর মনুষ্য জাতিকে সৃষ্টির সেরা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত করিয়াছি। (কোরআন)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মানুষই সব চেয়ে সুন্দর। আল্লাহ্তাআলা বলিয়াছেন ঃ

লাকাদ্ খালাকনাল্ ইন্ছানা ফি আহ্ছানে তাকবীম।

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সর্বপেক্ষা অধিক সুন্দর সুঠাম গঠনে সৃষ্টি করিয়াছি। (কোর্আন)

রছুলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন–

"ইন্নাল্লাহা খালাকা আদমা আলা ছুরাতেহী–"

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহতাআলা আদম (আঃ)–কে নিজ ছুরত বা ছিফাত অনুরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। (হাদীছ)

জনৈক আল্লার ওলী বলিয়াছেন–

(ক) জব্ হোছ্নে আজল্ পর্দায়ে এম্কা–নমে আয়া
হার্ রঙ্গে বাহার রঙ্গে হার্ এক শান মে আয়া।

(খ) হোরমৎছে মালায়েকনে উছে ছর্জিদা কিয়া হ্যায়,
জিছ্ ওয়াক্ত ওকে উওহ্ ছুরতে ইনছান মে আয়া

(গ) আউয়াল ওহি আখের ওহি জাহের ওহি বাতেন
মজকুর এহি আয়াত এ কোরআন মে আয়া।

অনুবাদ ঃ–যখন (আল্লাহ্তাআলার) আজলি সৌন্দর্য্য এমকানের পর্দায় (বা দেহ জগতে) আসিলেন (বা জোতি বিকাশ করিলেন তখন) প্রত্যেক রং বা গুণ হইতে পরবর্তী রং বিকাশ হইয়া উভয়ের মিলনে বিভিন্ন রূপ শানের বিকাশ হইল। ফেরেস্তাগণ সম্মানার্থে তাঁহাকে নূরে মোহাম্মদীকে ঐ সময় ছেজদা করিলেন, যেই সময় নূরে মোহাম্মদী মানুষের [আদম (আঃ)–এর] ছুরতে আসিলেন বা জ্যোতি বিকাশ করিলেন।

তিনি আদি অর্থাৎ, সর্বদাই ছিলেন, তিনি অন্ত অর্থাৎ, সর্বদাই থাকিবেন, তিনি

সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্তাআলা অব্যক্ত সর্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। তখনকার অবস্থাই আল্লাহ্তাআলার আজলি সৌন্দর্য। আল্লাহ্তাআলা স্বীয় গুণাবলী প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টির মধ্যে নিজ জ্যোতি বিকাশ করিলেন। যেমন–একটি আলোকাধার, তন্মধ্যে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি লণ্ঠনের মধ্যে আছে। ইহাই "এমকানের পর্দায়" আসা বলিয়া কথিত হয়। যথাঃ–আল্লাহ্তাআলা বলিয়াছেন–

মাছালু নূরেহী কামেশ্কাতীন্ ফীহা মেজ্বাহুন্ আল্মেজ্বাহু ফিজজোজাজাতে। অর্থাৎ আল্লাহতাআলার নূরের মিছাল, যেমন–একটি তাক বা আলোকাধার, তন্মধ্যে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি লণ্ঠনের মধ্যে আছে (কোরআন) বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যস্থতায় আল্লাহতায়ালার যে বিভিন্ন রূপগুণের বিকাশ হইতেছে তাহাই আল্লাহতায়ালার শান। আল্লাহতাআলা বলিয়াছেন–

ফা–ইজা ছাওয়্যাইতাহু ওয়া নফখ্তো ফিহে মির রূহী ফাক'উলহু ছাজেদীন–

অর্থ ঃ যখন আমি [আদম (আ)–এর দেহ মোবারক সর্বাপেক্ষা অধিক সুন্দর দর্শন করি এবং তন্মধ্যে আমার রূহ মোবারক ফুকিয়া দেই, তখন তোমরা তাঁহাকে সিজদা কর (কোরআন)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ব্যক্ত অর্থাৎ সর্বত্রই তাঁহার গুণের অভিব্যক্তি বা বিকাশ আছে এবং তিনিই গুপ্ত অর্থাৎ যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে তাঁহারই শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া ক্রিয়া প্রকাশ করিতেছে–ইহা কোর্‌আন শরীফের আয়াতে ব্যক্ত হইয়াছে–যথাঃ–"হুয়াল্ আউয়্যালো হুয়াল্ আখেরো হুয়াজ্ জাহেরো হুয়াল্ বাতেনো–"

তিনি (আল্লাহ্) আদি, তিনি অন্ত, তিনি ব্যক্ত এবং তিনিই গুপ্ত। (কোর্‌আন) এই আয়াতের ব্যাখ্যা অবশ্য শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলবী (রাঃ) মাদারেজুন নবুওয়ত নামক কিতাবে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে বুঝাইয়াছেন।

অতএব, সৃষ্টির সেরা এই মানুষই মহব্বৎ ও এশ্‌ক্ বা প্রেমের একমাত্র অধিকারী হইলেন। আল্লাহ্‌তাআলার প্রতি মানুষের মহব্বৎ ও এশ্‌ক বা প্রেম হওয়াই মানুষ সৃষ্টির বা জগৎ সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং আল্লাহ্‌তাআলার প্রতি মহব্বৎ ও এশ্‌ক্ হওয়াই মানুষের চরম ও পরম লক্ষ্য হওয়া ফরজ্ বা অপরিহার্য কর্ত্তব্য। আল্লাহ্‌তাআলার প্রতি এই মহব্বৎকেই ঈমান বলা হয় এবং যাঁহার মহব্বত হইয়াছে তাঁহাকে মোমেন বলে।

আল্লাহ্‌র আশেক মো'মেনই সৃষ্টির সেরা এবং সমগ্র জগতের সম্মানের পাত্র পক্ষান্তরে যে মানুষের অন্তরে আল্লাহ্‌র মহব্বৎ নাই, যে পশুর চেয়েও অধম। যথাঃ–আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেন–

"উলায়েকা কাল্ আন্‌আমে বাল্‌হুম্ আদোয়াল্লো"–অর্থাৎ, উহারা পশুর ন্যায় বরং উহারা পশুর চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট। (কোরআন)

আর যাহারা বাহ্যিক সব পাপ কাজ হইতে বিরত থাকিয়া যাবতীয় পুন্য কাজে রত থাকে কিন্তু অন্তরে আল্লাহ্ ও রাছুলুল্লাহ (দঃ)–এর মহব্বৎ রাখে না, তবে ঐ ধরণের লোককেই মোনাফেক বলা হয়। যথা–আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন ঃ

"ইন্নাল্ মোনাফেকিনা ইউখাদ্বেনাল্লাহা ও হুয়া খাদে উ–হুম–ও এজা কামো ইলাচ্ছালাতে কামো কোছালা ইউরাইনন্নাছা ওয়ালা এয়াজ্ কুরুনাল্লাহা ইল্লা কালিলা–"

অর্থাৎ, "নিশ্চয় মোনাফেকগণ আল্লাহ্‌তাআলাকে ধোকা দেয় এবং আল্লাহ্–তাআলাও তাহাদেরকে ধোকা দেন। অর্থাৎ শাস্তি দেন। আর যখন তাহারা নামাজে দাঁড়ায়, অবহেলা সহকারে দণ্ডায়মান হয়। তাহারা মানুষকে দেখায় যে, (তাহারা আল্লাহ্‌র উপাসনা করিতেছে)। প্রকৃতপক্ষে তাহারা আল্লাহ্‌কে খুবই কমই স্মরণ করে।" (কোরআন)

এইরূপ মোনাফেকের স্থান দোজখের সর্বনিম্নস্তরে হইবে বলিয়া কোর্‌আন–এ–মজিদে ব্যক্ত হইয়াছে। যথাঃ–

ইন্নাল্ মোনাফেকীনা ফিদদার কীল্ আছফালে মিনান্নার–

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই মোনাফেকগণ দোজখের সর্বনিম্নস্তরে পতিত হইবে। (কোর্‌আন)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা আমরা জানিতে পারিলাম যে, আল্লাহ্ ও রছুলুল্লাহ্ (দঃ)-এর প্রতি মহব্বৎ হওয়া ভিন্ন আজাব হইতে নিস্কৃতি পাওয়ার আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ লাভের অন্য কোন উপায় নাই। এইজন্যই আল্লাহতাআলার সহিত মহব্বৎ হওয়ার উপায় মানুষ মাত্রকেই শিখিতে হইবে। আল্লাহতাআলার সহিত মহব্বৎ হওয়া অসম্ভব নহে। যদি অসম্ভব হইত, তবে এই মহব্বৎকে শরীয়তে ফরজ মনে করিত না। আর এইরূপ মহব্বৎ হইয়া থাকে বলিয়াই আল্লাহ্তাআলা বলিয়াছেন-

"ইউহিব্বুহুম ওয়া ইউহিব্বুনাহু"

অর্থাৎ, আল্লাহতাআলা তাঁহাদিগকে (মো'মেনগণকে) মহব্বৎ করেন এবং তাঁহারাও আল্লাহ্তাআলাকে মহব্বৎ করেন। (কোর্আন)

যাঁহারা আল্লাহ্তাআলার সহিত মহব্বতের সম্বন্ধ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আজাব হইতে নিরাপদ হইয়া বেহেস্ত বা অনাবিল শান্তি লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া সম্পূর্ণ আশা করিতে পারেন। কারণ, যে ভালবাসার পাত্র তাহার শত অপরাধ মার্জনীয়। সন্তান পিতামাতাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে। পিতামাতাও তাহাদিগকে সর্বাপেক্ষা অধিক মহব্বৎ করেন। তজ্জন্য অবোধ সন্তান কোন বেআদবী বা অপরাধ করিলে অথবা অবজ্ঞাসূচক সম্বোধন করিলে এমন কি দুগ্ধপোষ্য শিশু মাতাপিতার চুল বা দাড়িতে ধরিয়া চপেটাঘাত করিলে পিতামাতা রাগান্বিত হন না বরং একরূপ আনন্দই উপভোগ করেন।

দুই বন্ধুর মধ্যে আমোদোচ্ছলে কত অকথ্য গালাগালি, লাথি, কিল-ঘুষির আদান-প্রদান হয় কিন্তু রাগ হওয়ার পরিবর্তে এক প্রকার আনন্দই পরস্পর অনুভব করেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সাংসারিক নানা খুঁটিনাটি বিষয় লইয়া কত রকমের ঝগড়া-ফাছাদ এমন কি মারপিট পর্য্যন্ত হইয়া যায়। কিন্তু "দম্পতি কলহশ্চৈব বগহাড়ম্বে লঘুক্রিয়া" অল্পক্ষণ পরে সব মিটমাট হইয়া দুধ ও চিনির মত মিলিয়া যায়। মোটের উপর যেখানে প্রেম ও ভালবাসা আছে, সেখানে দোষ-গুণের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার, আইনের কঠোরতা বা কঠোর শাস্তির বিধান নাই। কোন পিতা-মাতা সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করিয়াছে বলিয়া জানা যায় না। তবে এই পিতামাতাও আল্লাহ্র সৃষ্টি। পরন্তু যে মানুষ আল্লাহ্কে মহব্বৎ করে; আল্লাহ্ও তাঁহাকে এই পিতামাতা অপেক্ষা সত্তর গুণ অধিক মহব্বৎ করেন বলিয়া পবিত্র হাদীছ শরীফে ব্যক্ত হইয়াছে।)

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় তাঁহার আবার ভয় কিসের? আল্লাহতাআলা বলিয়াছেন-

"আ-লা ইন্না আউলিয়াল্লোহে লা খাওফুন আলায়হিম ওলাহুম্ ইয়াহ্জানুন্-"

অর্থাৎ, জানিনা রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্তাআলার বন্ধুগণের কোন ভয় নাই এবং তাঁহারা দুঃখিত হইবেন না। (কোর্আন)

(অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়। বহু আড়ম্বর দেখা গেলেও ক্রিয়া সামান্যরূপ প্রকাশ হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এইজন্যই মৌলানা রুমী (রা) বলিয়াছেন–

"মিল্লাত্–এ–এশ্‌ক্ আজ্‌হামা মিল্লাত্ জুদাছত"।

অর্থাৎ, প্রেমের ধর্ম সমস্ত ধর্ম হইতেই পৃথক।

বাস্তবিক আল্লাহ্‌তাআলার সহিত দাস ও মনিবের ন্যায় যাহাদের সম্বন্ধ তাহারা সম্পূর্ণ পাপ হইতে বাঁচিয়া সমুদয় পূন্য কাজ সমাধা করতঃ আজাব হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহ বা বেহেস্ত লাভের সম্পূর্ণ আশা করিতে পারে না। কারণ আল্লাহ্‌তাআলার সম্যক দাসত্ব সমাধা করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কাজেই সমুদয় পাপ কাজ হইতে সম্পূর্ণ বিরত থাকাও মানুষের সাধ্যাতীত। কোন নবী (আঃ)–ও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই। নবী রাছুলের দোষ ত্রুটি আমাদের দৃষ্টিতে দেখা দিলেও এর রহস্য আল্লাহই জানেন এবং এই ত্রুটির প্রচার করা বা বলা আমাদের অনুচিত যেহেতু তাহারা আল্লাহর নির্বাচিত প্রিয় বান্দা তাদের নবুওতের যে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে, সে রকম পূর্ণ দায়িত্ব আমাদের দেওয়া হয় নাই। এ ব্যাপারে ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের ধারণা স্পষ্ট। অমুসলিমরা নবী, রাছুলের দোষ ত্রুটি বাহির করিয়াছে পক্ষান্তরে কোন ঈমানদার মুসলমান এ কাজ করিতে পারেনা। আমাদের সীমিত জ্ঞানে নবীদের মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। যেমন হজরত আদম (আঃ) নিষিদ্ধ ফল খাইয়াছিলেন, হজরত মুছা (আঃ) নরহত্যা করিয়াছিলেন, আমাদের রছূলুল্লাহ্ (দঃ) এর শানে ছুরা এ–আবাছা অবতীর্ণ হইয়াছিল ইত্যাদি, যদিও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা অনুযায়ী নবীরা মাসুম বা নিষ্পাপ। যখন আল্লাহ্‌তাআলার পূর্ণ দাসত্ব সমাপন করা বা সমুদয় পাপ হইতে সম্পূর্ণ বিরত থাকা মানুষের সাধ্যাতীত, তখন মানুষ মাত্রেই আল্লাহ্‌তাআলার নিকট অপরাধী।

অতএব আল্লাহ্‌তাআলা বিচারক হিসাবে মানুষের সহিত বিচার করিলে, তাহার শাস্তি ভোগ করা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহ ব্যতীত শাস্তি হইতে মুক্তি পাওয়ার বা বেহেস্ত লাভের কোন উপায় নাই। তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে, তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক মহব্বৎ করিতে হইবে। এই মহব্বতের দ্বারাই শাস্তি হইতে মুক্তি লাভ করতঃ বেহেস্ত লাভ করার সম্পূর্ণ আশা করা যাইতে পারে।

এখণ আমাদের জানা দরকার যে, আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বৎ হওয়ার উপায় কি? হজরত আদম (আঃ) হইতে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) পর্য্যন্ত সমস্ত নবী–রাছুল (আঃ) – ই এই উপায় শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন। মোহাম্মদুর, রাছুলুল্লাহ্ (দঃ)–এর পর ত্বরীকতের ইমাম, আউলিয়া–পীর মোর্শেদ (রা)–গণ সকলেই স্থান–কাল–পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন ত্বরীকা নাম দিয়া আল্লাহ্‌র সহিত মহব্বত হওয়ার পন্থা শিক্ষা দিয়া আসিতেছে। তৎসমুদয়ের সম্যক বর্ণনা এই কিতাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নহে। তবুও কতক আভাষ দেওয়ার চেষ্টা করিব।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এই স্থলে এইটুকু জানিয়া রাখা দরকার যে, কোন লোক আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়ার প্রয়াসী হইলে, আল্লাহতাআলা তাহাকে পরীক্ষা করেন। যথাঃ- আল্লাহতাআলা বলিয়াছেনঃ

"ওলানাব্লুয়ান্নাকুম্ বেশায়্যীম মিনাল খাওফে ওয়াল জু'য়ে ও নাক্ছিম্ মিনাল্ আম্ওয়ালে ওয়াল্ আন্ফুছে ওয়াছ ছামারাতে ও বাশ্শেরিছ ছাবেরিনাল্লাজিনা ইজা আছাবাতহুম মুছিবাতুন্ কা-লু ইন্না লিল্লাহে ও ইন্না ইলায়হে রাজেউন-"

অর্থাৎ, আমি নিশ্চয়ই তোমাদিগকে (ঈমানদারগণকে) ভয়ের কোন বিষয় বা জিনিসের দ্বারা, ক্ষুধার দ্বারা, ধনক্ষয়ের দ্বারা, প্রাণের ক্ষতি ও ফলমূলাদি ক্ষতি হওয়ার দ্বারা পরীক্ষা করিব। তদবস্থায় ঐ সকল ধৈর্য্যশীল ও কষ্ট সহিষ্ণুগণকে সুখবর দাও যাহারা, যখনই বিপদগ্রস্ত হন, বলেন-নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহতাআলারই জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাহারই দিকে ফিরিব। (কোরআন)

উক্ত পরীক্ষাসমূহে যাহারা ধৈর্য্যশীল বলিয়া প্রমাণিত হন, তাহারা আল্লাহতাআলার রহমত লাভের সুসংবাদ প্রাপ্ত হন।

কোন সময় সন্তানের মঙ্গলের জন্য পিতা মাতা তাহাদিগকে শাস্তি দিলে, সন্তান যেমন বাবা-বাবা অথবা মা-মা করিয়া কাঁদিতে থাকে এবং দূরে সরাইয়া দিতে চাইলেও তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরে আর তদ্দর্শনে পিতামাতার অন্তর করুণায় বিগলিত হইয়া সন্তানকে বুকে তুলিয়া লন ও তাহাদের সর্ববিধ মঙ্গল, সুখ-শান্তি ও উন্নতির যথাসাধ্য বিধান করেন তদ্রুপ আল্লাহতাআলার পক্ষ হইতে তাঁহার প্রিয় বান্দাহগণের উপর বিপদ পতিত হইলে তাহারাও যদি "আল্লাহ" "আল্লাহ" করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে এবং নানা বাধা বিপত্তির দ্বারা আল্লাহতাআলা তাহাদিগকে দূরে সরাইলেও তাহারা ঐ সমস্ত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া আল্লাহতাআলারই দিকে প্রাণপণে অগ্রসর হইয়া "তাওয়াক্কলরূপ-" হস্তে দ্বারা "এছতেকামৎ" বা দৃঢ় সংকল্পতার সহিত তাঁহাকে জড়াইয়া ধরেন, তখন আল্লাহতাআলারও করুণা সিন্ধু উথলিয়া উঠে এবং তাহাদের "বাঞ্ছা-তরী" স্বরূপ "রফ্রফ্"কে উন্নতির চরম স্তরে লইয়া যান বা আরশে তুলিয়া লন এবং তাহাদিগকে প্রেমালিঙ্গনে চরিতার্থ করেন যথাঃ- আল্লাহতাআলা বলিয়াছেন-

---

জনৈক আশেকে রাছুল কবি বলিয়াছেন-
"দরিয়ায় ঘোর তুফান পার কর নাইয়্যা,
রজনী আঁধার ঘোর মেঘ আসে ছাইয়্যা।
মা-র কাছে মার খেয়ে শিশু যেমন মাকে ডাকে,
যতই দাও দুঃখ সব ততই ডাকি তোমাকে।
জানি শুধু তুমি আছ আসিবে আমার ডাকে,
আমারই এ তরী প্রভু তুমি নাও বাইয়্যা।"

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"আল্লাহো ওলীউল লাজিনা আমানো-"ইউখ্ রেজুনাহুম মিনাজ জুলোমাতে এলান্‌নুর-"

অর্থ ঃ আল্লাহতায়ালা (উপরোক্ত গুণবিশিষ্ট) আশেক মোমেনগণের অভিভাবক। তাঁহাদিগকে মূর্খতা, গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা ও ইহ-পরকালের নানাবিধ ক্লেশের অন্ধকার হইতে উভয়কালের সকল প্রকার সুখ-শান্তি ও উন্নতির আলোকের দিকে পার করিয়া আনেন। (কোরআন)

অতএব, আল্লাহতাআলা যেই মোমেনের অভিভাবক হন মাতৃক্রোড়ে শিশুর ন্যায় তাঁহার আর কোন ভয় ভাবনা বা দুঃখ কষ্ট থাকে না। আল্লাহতাআলা বলিয়াছেন-

"আলা ইন্না আউলিয়াল্লাহে লা খাওফুন্ আলায়হিম্ ওলা-হুম্ ইয়াহ্ জানুন্-"

অর্থাৎ, জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুগণের কোন ভয় নাই এবং তাঁহারা দুঃখিত হন না (কোরআন)।

তাঁহারা আল্লাহর হাতের পুতুলের ন্যায়। তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তি, ইন্দ্রিয়াদি সকলই আল্লাহতাআলারই মর্জিমত চালিত হয়। সুতরাং তাঁহাদের কাজ আল্লাহতাআলারই কাজ, যাহা মো'জেজা বা কারামত বলিয়া অভিহিত হয়। তাঁহাদের বাক্য আল্লাহতাআলারই বাণী যাহা ওয়াহী বা এলহাম বলিয়া কথিত হয়। নবী (আ)-গণের কাজ ও কথাকে মো'জেজা ও ওয়াহী এবং অলিউল্লাহ্ (রা)-গণের কাজ ও কথাকে কারামত ও এলহাম বলা হয়। যথাঃ- আল্লাহতায়ালা রাছুলুল্লাহ (দঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন-

"ওমা রমাইতা ইজ রমাইতা ওয়ালা কিন্নাল্লাহা রমা-"

অর্থাৎ, [ইয়া মোহাম্মদ (দঃ) আপনি যুদ্ধে যখন এক মুষ্টি কংকর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, যা দ্বারা সহস্রাধিক বিধর্মী সৈন্যের প্রত্যেকের দুই চক্ষু আহত হইয়াছিল [প্রকৃতপক্ষে তাহা] আপনি নিক্ষেপ করেন নাই-আল্লাহতাআলাই নিক্ষেপ করিয়াছেন। (কোরআন)

অন্য আয়াতে আল্লাহতাআলা বলিয়াছেন-

"ইন্নাল্‌লাজিনা ইউবায়েউনাকা ইন্নামা ইউবায়ে-উনাল্লাহ্ ইয়াদুল্লাহে ফাওকা আইদিহিম-"

অর্থাৎ, [ইয়া মোহাম্মদ (দঃ)!] যাহারা আপনার হাতে বায়আত করিতেছেন নিশ্চয়ই তাহারা আল্লাহতাআলারই হাতে বায়আত করিতেছেন (বায়আত লওয়ার সময় বায়আতকারীগণের হস্তসমূহের উপর আপনার যে হাত রাখিয়াছেন তাহা আপনাদের হাত নহে (বরং) আল্লাহতাআলারই হাত তাঁহাদের (বায়আতকারীগণের) হাতের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। (কোরআন)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আর এক আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন–

"ওমা ইয়ানতেকো" আনিল হাওয়া–ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহ ইউন ইউহা–"

অর্থাৎ, [হযরত মোহাম্মদ (দঃ) নিজ প্রবৃত্তি হইতে কথা বলেন না বরং তিনি বলেন না বরং তিনি যাহা বলেন, তাহা আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ ওয়াহী বটে। (কোরআন)

উপরোক্ত আয়াতসমূহের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে রাছুলুল্লাহ (দঃ)–এর কাজ বা মো'মেজা আল্লাহতাআলারই কাজ রাছুলুল্লাহ (দঃ)–এর মুখ নিঃসৃত বাণী আল্লাহতায়ালারই "কালাম" বা "ওয়াহী"। সুতরাং, রাছুলুল্লাহ্ (দঃ)–এর পদাঙ্কানুসরণকারী ওলীগণের কাজ বা কারামাত আল্লাহতাআলারই কাজ এবং তাঁহাদের বাণী বা "এলহাম" আল্লাহতাআলারই কালাম।

হাদিছ শরীফে ব্যক্ত হইয়াছেঃ মান রাআনী ফাকাদ রাঅল হাক্কা

অর্থাৎ, যিনি আমাকে দেখিলেন, নিশ্চয়ই তিনি "হক্ককে" দেখিলেন। (হাদীছ)

মৌলানা রুমী (রা) বলিয়াছেন–

"দীদনে উদীদনে আল্লাহ বুঅদ
গরছে শকলশ হামচুঁ আবদুল্লাহ বুঅদ।"

অর্থাৎ (এইরূপ) নবী–রাছুল ও ওলী–উল্লাহকে দেখা আল্লাহতাআলার দর্শনস্বরূপ (পুন্যময় ও আনন্দদায়ক) হয়। যদিও তিনি আল্লাহর বান্দাহ মানুষের কাছেই থাকেন। (মছনবী শরীফ)

জনৈক দরবেশ, সোলতান বায়জিদ বোস্তামী (রাঃ)কে বলিয়াছিলেন–

"খেদমতে মন তাআতো হামদে খোদাছত
তা নপিন্দারী কে হক আজ মন জুদাছত।"

অর্থাৎ আমার সেবা করা আল্লাহতাআলারই সেবা ও প্রশংসার মধ্যে গণ্য। তুমি অনুমান করিও না যে, আল্লাহতাআলা আমা হইতে পৃথক রহিয়াছেন। (মছনবী শরীফ)

এই জন্যই আল্লাহতাআলা বলিয়াছেন–

"আতি উল্লাহা ও আতিউর রছুলা ওয়া উলিল আমরে মিনকুম–"

তবে জানিতে হইবে যে, নবী–রাছুল (আঃ) গণের "মো'জেজা" ও "কালাম" একী'নী বা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস্য আর ওলীগণের করামাত ও বাণী ও উছুল–এ কোরআনের অনুমোদিত হইলে বিশ্বাস্য এবং অনুমোদিত না হইলে তাহা তা'বিল সাপেক্ষ অর্থাৎ তাহা তা'বিলি (রূপক) ব্যাখ্যা করিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে। নতুবা বিশ্বাস করিতে পারিবে না। নবী–রাছুল (আ)গণ কখনও পদচ্যুত হইতে পারেন না। যেহেতু আল্লাহতায়ালাই তাহাদিগকে মনোনয়ন করেন। আর ওলীগণ অধিকাংশই নিজ নিজ কঠোর সাধনা ও উপাসনার দ্বারা বেলায়েত লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভ্রান্ত হওয়া অসম্ভব নহে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর তাবেদারী (আনুগত্য) কর এবং রাছুলুল্লাহ (দ)-এর তাবেদারী কর আর তোমাদের মধ্যে যাহারা ওলী বা পীর-মোর্শেদ আছেন তাঁহাদের তাবেদারী কর। (কোরআন)

এই আয়াতে উক্ত ত্রিবিধ আনুগত্য পৃথক পৃথক বলিয়া অনুমান করতঃ খোদা, রাছুল (দঃ) ও মোর্শেদের পৃথক পৃথক তাবেদারী করিতে হইবে-ইহা যাহারা মনে করিয়াছে, তাহারা ভ্রান্ত। কারণ, আল্লাহর তাবেদারীর সহিত রাছুল (দঃ) ও পীর-মোর্শেদের তাবেদারীর শরীক করিলে, তাহা একপ্রকার শিরকের মধ্যে গণ্য হইবে। এইরূপ শিরক হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য আল্লাহতায়ালা কোরআন-এ মজিদে আদেশ করিয়াছেন। যথাঃ "এনতাহু আনিৎতাছলীছ"-

অর্থাৎ, "তোমরা তিন প্রভুর আনুগত্য হইতে বিরত থাক।" খৃষ্টানগণ God the Father, God the Son and God the Holy Spirit- এই তিনজন প্রভুর বা Trinity-এর (বা ত্রিতত্ত্বের) আনুগত্য স্বীকার করে বলিয়া আমরা তাহাদিগকে মোশরেক বা অংশীবাদী বলিয়া বিবেচনা করি। হিন্দুগণ ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-এই তিন প্রভুর আনুগত্যকে পৃথক পৃথক বা ভিন্নভাবে করে বলিয়া তাহাদিগকেও আমরা মোশরেক বলিয়া থাকি।

সুতরাং, উপরোক্ত আয়াতের দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, পীর-মোর্শেদ, রাছুল (দঃ) ও খোদাতাআলার তাবেদারী পৃথক পৃথক নহে। পীর-মোর্শেদের তাবেদারী করিলে রাছুল (দঃ)-এর তাবেদারী করা হয় আর রাছুল (দঃ)-এর তাবেদারী করিলে খোদাতায়ালার তাবেদারী করা হয়। পবিত্র হাদীছ শরীফে ব্যক্ত হইয়াছে-

"আশশায়খো ফী কওমিহি কান নবীয়ে ফী উম্মতেহী-"

অর্থাৎ, উম্মৎগণের জন্য নবী যেমন ভক্তি, সম্মান, মহব্বৎ ও তাবেদারীর পাত্র; মুরীদের জন্য পীর-মোর্শেদও তদ্রুপ"। (হাদীছ)

অন্য হাদীছ শরীফে রাছুল (দঃ) বলিয়াছেন-

"মন আকরামা আলেমান ফাকাদ আকরামনী ওমান আকরামনী ফাকাদ আকরামাল্লাহ-ওমান আকরামাল্লাহ ফাদাখালাল জান্নাতা-"

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নায়েব-এ রাছুল আলেম ওলী পীর-মোর্শেদকে সম্মান করিলেন, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে [রছুলুল্লাহ (দঃ)-কে] সম্মান করিলেন এবং যে ব্যক্তি আমাকে [রাছুলুল্লাহ (দঃ)-কে] সম্মান করিলেন তবে তিনি নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালাকে সম্মান করিলেন। আর যিনি আল্লাহতাআলাকে সম্মান করিলেন তিনি নিশ্চয়ই বেহেস্তে দাখিল হইবেন। (হাদীছ)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছ শরীফের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পীর-মোর্শেদকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ভক্তি, সম্মান ও মহব্বৎ করিলে, সেই ভক্তি, সম্মান ও মহব্বৎ রাছুলুল্লাহ (দঃ)-কেই করা হয় এবং রাছুলুল্লাহ (দঃ)কে ভক্তি, সম্মান ও মহব্বৎ করিলে আল্লাহকেই ভক্তি, সম্মান ও মহব্বত করা হয়। যথাঃ- ম্যাজিস্ট্রেট, গভর্নর এবং সম্রাট-এই তিনজনের প্রতি আনুগত্য একমাত্র সম্রাটেরই প্রতি আনুগত্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ব্যক্তিগতভাবে ম্যাজিস্ট্রেট বা গভর্নর-এর প্রতি আনুগত্য করিতে কেহই আইনতঃ বাধ্য নহে। যেমন-ভূতপূর্ব গভর্নর লর্ড কার্জনের প্রতি আনুগত্য করিতে এখন ভারতের কোন প্রজাই বাধ্য নহে।

পার্থিব Administration আধ্যাত্মিক Administration-এর ছায়া বিশেষ। যথাঃ রাছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন-

"আছছোলতানো জিল্লুল্লাহ-"

অর্থাৎ, "শাসক" আল্লাহতাআলারই ছায়া বিশেষ। (হাদীছ)

অতএব, পীর মোর্শেদের প্রতি যাহার সর্বাপেক্ষা অধিক মহব্বৎ হইয়াছে, রাছুলুল্লাহ (দঃ) এবং আল্লাহর প্রতিও তাহার সর্বাপেক্ষা অধিক মহব্বত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যাইবে। ইহাকেই ফানা ফিশ শায়খ বা রবতুল কলবে বিশ শায়খ বলা হয়। এর দ্বারা রাছুলুল্লাহ (দঃ) ও আল্লাহআলার প্রতি মহব্বৎপরায়ণ হইয়া কামেল ঈমানদার হইতে পারিবে।

সুতরাং, কামেল ও মোকাম্মেল পীর-মোর্শেদ চিনিয়া লইয়া তাঁহার হাতে শরীয়ত ও ত্বরীকতের বিধানমত বায় আত করিয়া তাঁহার শিক্ষানুযায়ী আল্লাহর পথে সাধনা করা ওয়াজেব।

পীর-মোর্শেদ সর্বপ্রথম নিজ মুরীদকে ঈমানের মছ আলাসমূহ শিক্ষা দিতে হইবে। ঈমানের মছআলাসমূহ "আকায়েদ-এ নছফী" "শরহে ফেকাহে আকবর" ও "আকায়েদুল ইছলাম" প্রভৃতি কিতাবসমূহে বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে। (আকায়েদ-এ নছফী" ইমাম আহমদ নছফী (রাঃ) কর্তৃক প্রণীত, "ফেকাহে আকবর" ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) কর্তৃক প্রণীত এবং উহার শরাহ মোল্লা আলী কারী (রাঃ) কর্তৃক প্রণীত আর "আকায়েদুল ইছলাম" দিল্লী নিবাসী মৌলানা আবদুল হক' হক্কানী (রাঃ) কর্তৃক প্রণীত।

সেই সমুদয় মছআলা মোর্শেদ নিজ মুরীদকে শিক্ষা দিতে হইবে। বিশেষ করিয়া জিকির ও মোরাকেবা ইত্যাদি শোগলসমূহ আমল করার দ্বারা যাহাতে মুরীদের অন্তরে এই ভাব ও অনুভূতি জাগে যে, সে যাহা করিতেছে, তাহা আল্লাহতাআলা দেখিতেছেন,

---

রবতুল কলবে বিশ শায়খ ও তছাওয়ারে শায়খ সম্বন্ধীয় মছআলা মৌলানা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলভী (রাঃ) এর প্রণীত "কাওলুল জমীন" নামক কিতাবে লিখিত আছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যদি সে কোন গুণাহর কাজ করে তাহাকে আল্লাহতাআলা শাস্তি দিবেন এবং সে যাহা বলিতেছে তাহা আল্লাহতাআলা শুনিতেছেন; যদি সে মিথ্যা কথা বলে অথবা গীবৎ, চোগলখুরী করে কিংবা ফায়েশা কথা বলে তবে আল্লাহতাআলা তাহাকে শাস্তি দিবেন। আর সে মনে মনে যাহা ভাবিতেছে তাহা আল্লাহতাআলা জানিতেছেন। যদি সে মনে হিংসা, রীয়াকারী, মোনাফেকী ইত্যাদি কোন মন্দ বিষয়ে ভাবে, তবে আল্লাহতাআলা তাহাকে শাস্তি দিবেন।

মোট কথা সে কোনরূপ গুণাহ করিলে, যদি তাহার অন্তর আল্লাহতাআলার আজাবের ভয়ে কম্পিত হয় এবং সে অনুতপ্ত হইয়া সহসা তওবা করে আর কোন ছওয়াবের কাজ করার পর আল্লাহতাআলার রহমত ও নেয়ামত পাওয়ার আশায় তাহার অন্তর কম্পিত ও স্পন্দিত হয় তবে বুঝা যাইবে যে, সে মো'মেন হইয়াছে। যথাঃ- আল্লাহতাআলা বলিয়াছেন-

"ইন্নামাল মোমেনুনাল্লাজিনা ইজা জোকেরল্লাহো ও জেলাত কুলুবুহুম-"

অর্থাৎ, নিশ্চয় নিশ্চয় উহারাই মো'মেন বা কামেল ঈমানদার, যাহারা আল্লাহর জিকির শুনিলে, আল্লাহর জিকির করিলে এবং যাহাদের অন্তরে আল্লাহর ভাব জাগিলে, তাহাদের হৃদয় (ভয়ে) কম্পিত ও (আশায় ও মহব্বতে) স্পন্দিত (অতিরিক্ত মহব্বত ও এশকে হৃদয় ও শরীর উভয়ই কম্পিত ও স্পন্দিত) হয় (এবং জজবাহ, তওয়াজোদ, ওয়াজদহাল ও বেকারারী ভাব আর আনন্দে রকছেহাল প্রকাশ পায়) (কোরআন)।

আর কোনরূপ গুণাহ করার পর যদি তাহার অন্তরে আল্লাহতাআলার ভয় না আসে ও অনুতপ্ত না হয় এবং তওবা না করে তবে বুঝিতে হইবে যে, সে মো'মেন হয় নাই- লোক দেখাদেখি বাহ্যিক, মৌখিক, রছমী মুসলমান হইয়াছে। এইরূপ মুসলমানকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহতাআলা কোরআন-এ-মজিদে বলিয়াছেন-

কুল লাম তুকমেনু অলাকিন কুলু আছলাম না।

"তোমরা, আমরা ঈমান আনিয়াছি বলিয়া বলিও না কিন্তু তোমরা বল যে, আমরা, (বাহ্যিক, মৌখিক, রছমী) মুসলমান হইয়াছি। তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করে নাই। (কোরআন) অর্থাৎ তোমরা বাস্তবরূপে নিঃসন্দেহে আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত ঈমান আন নাই। যেহেতু তোমরা "এলমুল একীন" "আইনুল একীনের" দ্বারা ঈমান আন নাই।

জানা আবশ্যক যে, আল্লাহতাআলার জিকির শুনিলে, আল্লাহতাআলার জিকির করিলে, আল্লাহর ভাব অন্তরে জাগিলে, যাহাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয় তাহারা নফছে মোলহেমার মোকামের মধ্যম শ্রেণীর মো'মেন আর যাহাদের অন্তর অতিরিক্ত মহব্বৎ ও এশকে হৃদয় ও শরীর উভয় কম্পিত ও স্পন্দিত হয় এবং জজবা, তওয়াজোদ, ওয়াজদহাল বেকারারী ভাব ও আনন্দে রকছেহাল প্রকাশ পায়, তাহরা "নফছে মোৎমাইন্নার" মোকামের উচ্চ শ্রেণীর মো'মেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শুধু লোক-দেখাদেখি বাহ্যিকরূপে মৌখিক রছমী ঈমানদার মুসলমান হইয়াছ।

আর যেই সব ধূর্ত লোক আল্লাহ, রাছুল (দঃ), আউলিয়া (রাঃ), কোরআন, হাদীছ ও ইসলাম ধর্মের প্রতি মোটেই আন্তরিক বিশ্বাস ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মহব্বৎ রাখে না বরং হিংসা ও শত্রুতা রাখে অথচ শুধু সাংসারিক হেয় স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্য অথবা পবিত্র ইসলাম ধর্মের ও মুসলমান জাতির ক্ষতিসাধন উদ্দেশ্যে লোক দেখানোভাবে বাহ্যিক ও মৌখিক ঈমান আনে তাহারা অতি জঘন্য-ভীষণ অনিষ্টকারী-আল্লাহ, রাছুল (দঃ) আউলিয়া (রাঃ) ও দ্বীন-ই-ইসলামের মহা শত্রু-রীয়াকার মোনাফেক।

এইরূপ নররুপী শয়তান, জ্বিন শয়তান, খান্নাছ ইত্যাদি মানুষের অনিষ্টকারী সৃষ্টিসমূহের অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহতাআলা, কোরআন-এ-মজিদে, ছুরা-এ-ফালাক ও ছুরা-এ-নাছ নাজেল করতঃ মো'মেন মুসলমানগণকে আল্লাহতাআলার নিকট সাহায্য ও পানাহ চাওয়ার জন্য হুকুম করিয়াছেন। সুতরাং এই ফাছাদের জামানায় প্রত্যেক মোমেন মুসলমান এই মোবারক ছুরা এ-ফালাক ও ছুরা-এ-নাছ প্রতিদিন নামাজের কেরাতে ও ওজিফায় বেশী সংখ্যক পাঠ করা অতি দরকার।

মোনাফেকগণ রাছুলুল্লাহ (দঃ)-কে অতি ভক্তি দেখাইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর ইসলাম ধর্ম মুসলমান জাতি ও রাছুলুল্লাহ (দঃ)-এর মহা ক্ষতি করার চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া ইসলামী ইতিহাস ও হাদীছ শরীফে উল্লেখিত হইয়াছে।

আল্লাহতাআলা এইরূপ মোনাফেকগণের স্বভাব; ধূর্তামি ও শঠতা সম্বন্ধে কোরআন-এ মজিদ কতকগুলো আয়াত নাজেল করিয়াছেণ। মো'মেনগণ, মোনাফেকগণকে চিনিয়া লওয়ার জন্য সেই সব আয়াত পাঠ করিয়া দেখা দরকার। মোনাফেকগণ, দ্বীন-ই-ইসলামের ও মুসলমান জাতির মহা শত্রু এবং শয়তানের চেয়েও অধিক অনিষ্টকারী। তাহারা "ভেড়ার লোমে নেকড়ে বাঘ"।

অতএব, মুরীদগণ যাহাতে এই রূপ রীয়াকারী ও মোনাফেকী হইতে বাঁচিতে পারে এবং সত্যিকার ঈমানদার হইয়া ঈমানের যেই [সাতাত্তর (৭৭) অথবা উনাশি (৭৯)] শাখাসমূহ আছে বলিয়া হাদীছ শরীফে ব্যক্ত হইয়াছে আর কোরআন শরীফেও আল্লাহতাআলাহ মেছাল স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তদনুযায়ী মুরীদগণকে যথাযথভাবে আমল করা শিক্ষা দিতে হইবে।

কোরআন শরীফে হযরত খিজির (আঃ) এবং হযরত মুছা (আঃ) এর ঘটনা ও আমাদের শিক্ষা ঃ

সেই শিশুটিকে হত্যা করার জন্য আল্লাহতাআলা খিজির (আঃ)-কে এই কারণে হুকুম করিয়াছিলেন যে, ছেলেটি বড় হইলে মহা জালেম ও পাপী হইত। তাহার জুলুম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ও পাপের দ্বারা তাহার মা-বাপ কষ্টভোগ করিতেন ও গুণাহগার হইতেন অথচ তাহার মা-বাপ আল্লাহতাআলার প্রিয় লোক। তদুপরি তাহার অত্যাচারে দেশবাসীরাও কষ্ট পাইত। অতঃপর তাহার মৃত্যু হইলেও সে দোজখী হইত। সুতরাং, আল্লাহতাআলা তাহার মা-বাপের খাতিরে তাহার মা-বাপকে গুণাহ ও কষ্ট হইতে এবং দেশবাসীকে তাহার জুলুম হইতে আর তাহাকে দোজখ হইতে বাঁচাইবার জন্য খিজির (আঃ)-এর দ্বারা তাহাকে হত্যা করাইলেন।

অতএব খিজির (আঃ) উক্ত শিশুটিকে হত্যা করিয়া তাহার ও তাহার মা-বাপের এবং দেশবাসীর বিশেষ উপকার করিয়া মহা ছওয়াবের কাজ করিয়াছিলেন।

রাছুলুল্লাহ (দঃ)-এর প্রতি মহব্বৎ হইলেই আল্লাহতাআলার প্রতি মহব্বৎ হওয়া সম্ভব। নতুবা সম্ভব নহে। বিশ্বাস্য কিতাবাদি পাঠে বেশ জানা যায় যে, রাছুলুল্লাহ (দঃ)-এর জীবদ্দশায় যাহারা তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ও অতি ভক্ত এবং মহব্বৎ পরায়ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারাই আল্লাহতাআলার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী অতি ভক্ত ও মহব্বৎ পরায়ণ হইয়া মো'মেন-এ-কামেল হইয়াছিলেন আর যাহারা তাঁহার প্রতি ভক্তি, বিশ্বাসী ও মহব্বৎ পরায়ণ হয় নাই তাহারা আল্লাহতাআলার প্রতিও ভক্তি, বিশ্বাসী ও মহব্বৎ পরায়ণ না হইয়া কাফের বা মোনাফেক হইয়াছে। এইরূপ রাছুলুল্লাহ (দঃ)-এর ওফাতের পর যাহারা খোলাফায়ে রাশেদীন (রঃ) আছহাব (রঃ) শরীয়তের ও ত্বরীকতের ইমাম (রাঃ) প্রভৃতি নায়েব-এ-রাছুল, ওলী মোর্শেদ, আলেমগণের প্রতি বিশ্বাসী, ভক্ত ও মহব্বৎ পরায়ণ হইয়াছেন, তাঁহারাই রাছুলুল্লাহ (দঃ) ও আল্লাহতাআলার প্রতি বিশ্বাসী, ভক্ত ও মহব্বৎ পরায়ণ হইয়াছেন। এই শ্রেণীর উম্মৎ-এ-মোহাম্মাদীগণকে 'আহলে ছুন্নাত ওয়ালজামাআত' বা ছুন্নী মুসলমান বলা হয়। ইহারাই সত্যিকার উম্মৎ-এ-মোহাম্মদী, মো'মেন মুসলমান। স্থান, কাল, পাত্র, উদ্দেশ্য ও অবস্থাভেদে তাহারা হানিফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী-এই চারি মজহাবি আর কাদেরীয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া ও মোজাদ্দেদীয়া ইত্যাদি বহু ত্বরীকা নামে অভিহিত হইলেও তাঁহারা মূলে এক এবং কোরআন, হাদীছ, এজমা ও কেয়াছের অনুসারী "আহলে ছুন্নাত ওয়ালজামাআত" বা ছুন্নী মুসলমান আর যাহারা উপরোক্ত কোন "নায়েব-এ-রাছুল"-এর প্রতি ভক্ত বিশ্বাসী ও মহব্বৎ পরায়ণ হয় নাই তাহারা খারেজী, রাফেজী, শিয়া, মো'তেজেলী, মওদুদী, মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর ওহাবী ও ইবনে তাইমিয়ার মজহাবী ও কাদিয়ানী বা দহরী ইত্যাদি ৭২ ফের্কা নামে গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) দলের মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

সুতরাং, নায়েব-এ-রছুল-আলেম-ওলী-মোর্শেদের ওছিলায় রাছুলুল্লাহ (দঃ)-এর মহব্বৎ এবং রাছুলুল্লাহ (দঃ)-এর মহব্বতের ওছিলায় আল্লাহতাআলার সহিত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মহব্বতের সম্বন্ধ করিতে হইবে। যথাঃ– রাছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন–

মান আকরামা আলেমান ফাকাদ আকরামনি ওমান আকরামনি ফাকাদ আকরামাল্লাহ ওমান আকরামাল্লাহ ফাদাখালাল জান্নাতা।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আলেমকে বিশ্বাস, ভক্তি, সম্মান ও মহব্বৎ করে সে আমাকে [রাছুলুল্লাহ (দঃ)–কে] বিশ্বাস, ভক্তি, সম্মান ও মহব্বৎ করে আর যে ব্যক্তি আমাকে [রাছুলুল্লাহ (দঃ)–কে] বিশ্বাস, ভক্তি, সম্মান ও মহব্বৎ করে, সে আল্লাহতাআলাকে বিশ্বাস, ভক্তি, সম্মান ও মহব্বৎ করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়া তাঁহার এবাদত করে পরন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়া আল্লাহর এবাদৎ করে পরন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়া আল্লাহর এবাদৎ করেন, তিনি বেহেস্তে দাখিল হন। (হাদীছ)

বাস্তবিক "আমি চাকর আর আল্লাহতাআলা আমার মনিব" এই খেয়ালে যাহারা আল্লাহতাআলার এবাদতবন্দেগী করে তাহারা আল্লাহতাআলার শাস্তি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ার আশা করিতে পারে না। যেহেতু চাকর কখনো মনিবের সম্পূর্ণ মন যোগাইয়া খেদমত করিতে পারে না। নিশ্চয়ই খেদমতের মধ্যে ত্রুটি হয়। সৃষ্টির সেরা মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, নবীগণের নবী, রাছুলগণের ইমাম ও আল্লাহর পর সবচেয়ে বড় মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন–

"মা আবদ নাকা হক্কা এবাদতেকা–"

অর্থাৎ (ইয়া আল্লাহ!) আমি আপনার যে রূপ এবাদত–খেদমত–চাকুরী করা উচিত ছিল, তদ্রুপ করিতে পারি নাই। (হাদীছ)

সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দাহ রাছুলুল্লাহ (দঃ) যখন আল্লাহতাআলার সম্পূর্ণ বন্দেগী করিতে পারেন নাই বলিয়াছেন, তবে আর কে সম্পূর্ণ বন্দেগী করিতে সক্ষম হইবে? (যদিও রাছুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরিত হইয়াছি এবং রাছুল (সাঃ) এর ইবাদত ছিল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য, মর্যাদা লাভের জন্য দাসত্বের জন্য নয়) অতএব, চাকর–মনিব সম্পর্কে কোন চাকর মনিবের পুরাপুরি চাকুরী করিতে পারে না বলিয়া বুঝা যায়। চাকর মাত্রেই মনিবের নিকট অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হয়। সুতরাং, এমতাবস্থায় চাকর মাত্রেই আল্লাহতাআলার শাস্তি হইতে মুক্তি পাওয়ার সম্পূর্ণ আশা করিতে পারে না। তবে যে মানুষ আল্লাহর হাবিব হইতে পারেন, তিনিই দোজখের আজাব বা আল্লাহর শাস্তি হইতে মুক্তি পাইবেন বলিয়া আশা করিতে পারেন। যেমন–পিতা–পুত্র সম্পর্কে পুত্র পিতাকে মহব্বৎ করে এবং পিতাও পুত্রকে মহব্বৎ করেন। এই অবস্থায় পুত্রের অপরাধ হইলেও পিতা, পুত্রকে দোজখের আগুনের মত শাস্তিতে নিক্ষেপ করেন না। সাধারণ শাস্তি দিয়া বাঁচাইয়া লন। আশেক ও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাশুক উভয়ের যে কেহ অপরাধী হইলেও একে অপরকে কঠোর শাস্তি দেন না। সুতরাং, বুঝা যায় আল্লাহতাআলার শাস্তি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষকে আল্লাহতাআলার সহিত মহব্বৎ ও এশকের সম্পর্কই করিতে হইবে। এইরূপ সম্পর্ক করার উপায়কে ত্বরীকা–এ–এশক বা মিল্লাত–এ–এশক বলা হয়।

ঈমানদারের সব উপাসনা ও সাধনার দশগুণ, শতগুণ, সাতশত গুন বা ততোধিক বহুগুণ পূণ্য দান করেন বলিয়া আল্লাহতাআলা কোরআন শরীফে খবর দিয়াছেন। যথাঃ

"মান যাআ বিল হাছনাতে ফালাহু আশরো আমছালেহা–"

অর্থাৎ, যে (মো'মেন) ব্যক্তি কোন একটি পূণ্য কাজ সমাপণ করেন, তাঁহার কাজের দশগুণ অনুরূপ পূণ্য তাঁহাকে দেওয়া হয়। (কোরআন)

অন্য আয়াতে বলিয়াছেন–

"মাছলুললাজিনা ইউনফেকুনা আমওয়ালহুম ফী ছাবিলিল্লাহে কামাছালে হাব্বাতিন আন বাতাত ছাবআ' ছানাবেলা ফী কুল্লে ছুম্বুলাতীন মেয়াতা হাব্বাহ ওয়াল্লাহু ইউদায়েফো লেমাই ইশাও"–

অর্থাৎ, যাহারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন–সম্পাদাদি ব্যয় করেন, তাঁহাদের দানের দৃষ্টান্ত যেমন– একটি বীজ, যাহাহইতে সাতটি ডাঁটা বাহির হয় এবং প্রত্যেক ডাঁটার একশত করিয়া শষ্য হয়। আল্লাহ যাহাকে চাহেন দ্বিগুণ বা বহুগুণ দান করেন। (অর্থাৎ, সাত শতের দ্বিগুণ বা বহুগুণ দান করেন) (কোরআন)

হাদীছ শরীফের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহে রেওয়ায়েত করা হইয়াছে যে, রাছুলুল্লাহ (দঃ) আছহাবগণের সমক্ষে বলিলেন–

"চোর যখন চুরি করে তখন সে মোমেন নয়" রাছুলুল্লাহ (দঃ)–এর এই হাদীছ শরীফ শুনিয়া আছহাবগণ আরজ করিলেন–

"ইয়া রাছুলুল্লাহ (দঃ)! আপনি বলিয়াছেন যে, শির্ক কুফুরী ভিন্ন অপর কোন কবীরা গুণাহ করিলে মানুষ বেঈমান হয় না বরং গুণাহগার হয়। চুরি করা কবীরা গুণাহ। এতদ্বারা চোর বেঈমান হইল কিরূপে?

তদুত্তরে রাছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছিলেন–"চুরি করার সময় চোর যদি জানে যে তাহাকে কোন লোক দেখিতেছে, তবে সে দর্শক লোকের ভয়ে পালাইয়া যাইবে, চুরি করিতে পারিবে না। তদ্বারা বুঝা গেল যে, সে মানুষের শাস্তিকে ভয় করে। অথচ সে চুরি করার সময় আল্লাহতাআলা তাহাকে দেখিতেছেন বলিয়া সে বিশ্বাস করিল না বরং সে চুরি করিল। ইহাতে বুঝা গেল যে সে আল্লাহকে ভয় করে না অথচ মানুষকে ভয় করে। যথা–আল্লাহতাআলা বলিয়াছেনঃ–

"এছতখফূনা মিনান্নাছে ওয়ালা এছতখফূনাল্লাহা ও হুয়া মাআহুম"।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ, (বেছমি ঈমানদার ও মোনাফেকগণ) মানুষগণকে ভয় করে আর আল্লাহতাআলাকে ভয় করে না অথচ আল্লাহতাআলা তাহাদের সঙ্গে আছেন। (আল-কোরআন)

সুতরাং, চুরি করার সময় চোরের ঈমান তাহার অন্তর হইতে বাহির হইয়া গিয়া তাহার মাথার উপর ছায়া দিয়া থাকে। তখন সে বে-ঈমান হইয়া যায়। যদি তাহার স্মরণ হয় যে, সে যে চুরি করিয়াছে, আল্লাহতাআলা তাহা দেখিয়াছেন। সুতরাং, আল্লাহতাআলা তাহাকে মানুষের চেয়ে অধিক কঠোর শাস্তি দিবেন-এই ভয়ে সে সহসা তওবা করে আর চোরাই মাল কোন প্রকারে মালের মালিককে পৌছাইয়া দেয়, তবে তাহার তওবা কবুল হইবে আর তাহার ঈমান তাহার মাথার উপর হইতে তাহার অন্তরে প্রবেশ করিবে এবং সে পুনরায় মোমেন হইবে। পরন্তু সে যদি তওবা না করে ও চোরাই মাল মালিককে ফিরাইয়া না দেয় অথবা চোরাই মাল ফিরাইয়া দিতে অক্ষম হইলে, মালের মালিক হইতে ক্ষমা না লয় আর বার বার চুরি করিতে থাকে তবে সে কাফের হইয়া যাইবে। যথাঃ- আকায়েদের কিতাবসমূহে লিখিত আছে যেঃ-

"আল্ এছরারো কবীরাতে কুফরুন"-

অর্থাৎ, (কবিরা গুণাহ করার পর আল্লাহর ভয়ে ভীত না হইয়া ও তওবা না করিয়া) যদি কেহ বার বার কবীরা গুণাহ করিতে থাকে, তবে সে কাফের হয়।

আল্লাহকে ভালবাসার প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে তার নবী মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ (সাঃ)কে ভালবাসা। আল্লাহ পবিত্র কোরআন শরীফে এরশাদ করেন ওমাই ইতিউর রাছুলা ফাকাদ আতা আল্লাহ, যে রাছুলের আনুগত্য করিল মুলত সে আল্লাহর আনুগত্য করিল। এ ক্ষেত্রে রাছুলের আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য। যেমন ছাহাবা কেরামরা আনুগত্য করেছেন কাফের, মুনাফিকদের শত অপপ্রচারে আল্লাহর হাবীবের ব্যাপারে ছাহাবায়ে কিরামরা অবিচল পর্বতের ন্যায় রাছুলের পক্ষ অবলম্বন করেছেন এবং রাছুলকে আমাদের মত সাধারণ মানুষ না ভেবে তাঁকে ভালবাসার চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁর আনুগত্য করেছেন এবং সমালোচনাকারীদের মুলৎপাটন করেছেন এবং ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা দিয়েছেন, যেহেতু ঈমানের মূলই হচ্ছে আল্লাহর রাছুল। ছাহাবায়ে কেরামরা জিজ্ঞাসা করিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ মাল ঈমান? ঈমান কি? আল্লাহর হাবীব জওয়াব দিলেন 'আই ইয়াকুনাল্লাহু ওয়া রাছুলাহু আহাব্বা ইলাইহে মিম্মা ছেওয়াহুমা' অর্থাৎ তোমার মধ্যে আল্লাহ এবং তাঁর রাছুল ছাড়া আর কাহারও ভালবাসা থাকিবে না। এক কথায় যার অন্তরে রাছুলের মহব্বত যতটুকু হাকিকতে তার মধ্যে ঈমান ততটুকু। আল্লাহ কোরআন শরীফে আরও এরশাদ করেন 'কুল ইনকুলতুম তুহেব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবেয়ুনী ইহবেব্ কুমুল্লাহ ওয়াইয়াগফের লাকুম জুনুবাকুম 'ওয়াল্লাহু গাফুরুর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাহিম'-অর্থ হে হাবীব আপনি বলে দিন, যদি তোমরা চাও আল্লাহর ভালবাসা তাহলে আমার আনুগত্য কর, আমাকে ভালবাস, যদি আমার আনুগত্য কর এবং আমাকে ভালবাস, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসিবেন এবং আমাকে ভালবাসার কারণে তোমাদের গুণাহ মাফ করে দিবেন, তাহলে বুঝা গেল রাছুলকে ভালবাসিলে গুণাহ মাফ হয়ে যায় এবং আল্লাহ দয়ার সাথে ক্ষমা করে থাকেন। যেমন আল্লামা ইকবাল বলেছেন 'ইশ্‌কে মাহবুবে খোদা যেছদিল্‌মে হাছিল নেহী লাখো মোমিন হো মগার ঈমান মে কামেল নেহী-আল্লাহর নবীর মহব্বত যার অন্তরে নাই যদি লক্ষ মোমীনও হয় তবুও তাদের ঈমান পরিপূর্ণ হয় নাই, তাই ঈমানকে পরিপূর্ণ করিতে হইলে রাছুলের মহব্বত ছাড়া সম্ভব নয়। মুশলিম শরীফে আল্লাহর হাবিব এরশাদ করেন 'মান আহাব্বানী ফাকাদ আহাব্বাল্লাহ' অর্থাৎ যে আমাকে ভালবাসিল মুলত সে আল্লাহকে ভালবাসিল। আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, কিন্তু হাকিকতে রাছুলের ভালবাসাই আল্লাহর প্রেম। এক হাদিছে আল্লাহর রাছুল আরও বলেন, 'মান আহাব্বা ছুন্নাতি ফাকাদ আহাব্বানী ওমান আহাব্বানী কানা মাইয়া ফিল জান্নাহ'-যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসিল সে আমাকে ভালবাসিল আর যে আমাকে ভালবাসিল সে আমার সাথে জান্নাতে অবস্থান করিবে। বাহ্যিক কিছু সুন্নাতের মহড়া দিয়ে আজকে আমাদের সমাজে প্রচার করতে চায় এটাই রাছুলের মুহাব্বতের নমুনা, তাই রাছুলের জন্য অন্তরের মহব্বতের কোন প্রয়োজন নাই। এমন কি এই শ্রেণীর তথাকথিত আলেমরা তাদের বুজুর্গ ব্যক্তিদের যে সম্মান দেখায় আমাদের দয়াল নবীর ব্যাপারে ততটুকু সম্মানও তারা প্রদর্শন করেন না। হকীকতে রাছুলের প্রেম, মহব্বত, সম্মান ও শ্রদ্ধা এরা করেন না। সমাজে বেঁচে থাকার জন্য এবং সুন্নাতি পোষাকের আবরণে জীবিকা নির্বাহ করা এবং নিজেকে বুজুর্গ হিসাবে সমাজে প্রচার করার জন্যই এরা তৎপর। তা না হলে আমরা ইসলামের ইতিহাসে দেখতে পাই রাছুলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কিরামরা পাগল প্রায় হয়েছিল শুধুমাত্র রাছুলের প্রেমে। কেহ দেশ ছেড়ে হিজরত করে চলে গিয়েছিল, আর যাহারা বেঁচে ছিল তাহারা জীবন ভর রাছুলের কথা স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জন করেছিল, জীবন বিসর্জন দিয়ে রাছুল প্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল। আজকে আমরা দেখতে পাই সমাজে ইসলাম কায়েমের বুলি আওড়াচ্ছে, তাফসির মাহফিলের নামে ঘোষণা হচ্ছে রাছুল আমাদের মতই দোষে গুণে একজন সাধারণ মানুষ, মানুষের কল্যাণ অকল্যাণতো দুরের কথা নিজের কল্যাণ করার ক্ষমতাও এই রাছুলের নাই। এই কথা যদি হযরত ওমর (রাঃ)-এর জামানায় কেহ বলিত, হযরত ওমর তাহাকে তরবারী দিয়ে হত্যা করিয়া দিত। এই মহব্বতের পরীক্ষার জয়যুক্ত হওয়ার পরই তাহারা আশারায়ে মোবাশ্বেরা হওয়ার গৌরব অর্জন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করিয়াছিল। বস্তুত তাঁহারা প্রমাণ করিতে চায় রাছুলের চেয়ে এবং ছাহাবাদের চেয়ে তাদের স্বঘোষিত ইসলামী চিন্তাবিদ অথবা নেতা ইসলামের বিরাট দায়িত্ব পালন করিয়া গিয়াছেন। আর তাহাদের বই পুস্তকগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, রাছুল, ছাহাবায়ে কিরাম এবং অলি আল্লাহদেরকে হেয় করা অথবা সমালোচনা করাই তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য। আজকে দেশে মসজিদ বাড়ছে, মাদ্রাসা বাড়ছে, ইসলামী সংগঠন বাড়ছে, কিন্তু সত্যিকার আগের জামানার মত 'আশেকে রাসূল' বাড়ছে না, এর কারণ কি? কারণ একটাই তা হালো সত্যিকার আশেকে রাছুল, অলি আল্লাহদের সাথে ইহাদের কোন যোগাযোগ নাই, অবস্থান নাই। তাই আমাদের সমাজে এত বিপর্যয়। আসুন আমরা শপথ নেই ইসলামের সত্যিকার মুক্তির পথ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মৌলিক আকিদাগুলি আমরা বিশ্বাস করে তা সমাজে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করি এবং আশেকে রাছুল, অলি আল্লাহদের সঙ্গ লাভ করি। আল্লাহর হাবীব এরশাদ করেন লা ইয়ুকমেনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহে মিণ্ ওয়ালেদেহী ওয়া ওলাদেহী ওয়ান নাছে আজমাইন। তোমাদের মধ্যে কেহই প্রকৃতপক্ষে মোমীন হইতে পারিবে না, যে পর্যন্ত তোমরা আমাকে তোমাদের পিতামাতার চেয়ে, সন্তান-সন্ততির চেয়ে এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশী ভালবাসতে না পারবে। আসুন বাস্তবে এই হাদিছের প্রমাণ দিতে চেষ্টা করি এবং রাছুলের মহব্বতের মর্ম উপলব্ধি করি এবং এই মহব্বতের পথেই একমাত্র আল্লাহর মহব্বত বান্দার মধ্যে আসিতে পারে অন্য কোন পথে নয় এবং নিজেকে একজন মোমীন-এ-কামিল হওয়ার জন্য চেষ্টা করি। মোমীন এ কামিল হইতে হইলে এই তিনটি জিনিষ প্রয়োজন, ইতায়াত, ছুন্নত এবং মহব্বত। এর যে কোন একটি ছাড়িয়া কোন দিন কেহ মোমীন-এ-কামিল হইতে পারে না। যদি কেহ তাওবা করিয়া ইসলামের নামে বিতর্কিত মতবাদগুলিকে ত্যাগ করিয়া (যেই মতবাদের মধ্যে রাছুলুল্লাহ্ (সাঃ) ছাহাবায়ে কিরাম ও হক্কানী অলি আল্লাহদের সমালোচনা নাই) এ জাতীয় কোন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগঠন পাওয়া যায় তাদের সমর্থন করি যাহাদের আকিদাগুলি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের পরিপন্থী নয় তাহলে নাজাতের আশা করা যাইতে পারে অন্যথায় বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে ঈমানহারা জাহান্নামী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই জীবনের মুক্তির জন্য সিদ্ধান্ত আপনি গ্রহণ করুন। কোন পথে আপনার ইহ-পরকালীন মুক্তি?

والذين امنوا اشد حبا لله (القران)

(এবং যাহারা ঈমানদার আল্লাহর জন্য তাহাদের মহব্বত বেশী)

www.AmarIslam.com